নবম অধ্যায়

বৃত্রাসুরের আবির্ভাব

বিশ্বরূপকে ইন্দ্র বধ করেছিলেন এবং সেই জন্য বিশ্বরূপের পিতা ইন্দ্রকে বধ করার জন্য এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। যজ্ঞ থেকে যখন বৃত্রাসুর আবির্ভূত হয়, তখন দেবতারা ভয়ে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর স্তব করতে শুরু করেন।

অসুরদের প্রতি প্রীতিবশত বিশ্বরূপ গোপনে তাদের যজ্ঞভাগ প্রদান করেন। ইন্দ্র যখন সেই কথা জানতে পারেন, তখন তিনি বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন করেন। কিন্তু একজন ব্রাহ্মণকে হত্যা করেছেন বলে পরে তিনি অনুতাপ করেন। ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ স্খালন করতে, সমর্থ হলেও দেবরাজ ইন্দ্র তা করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি সেই পাপের ফল গ্রহণ করেছিলেন। পরে তিনি তা ভূমি, জল, বৃক্ষ এবং স্ত্রী-সাধারণের মধ্যে তা বিতরণ করেন। যেহেতু ভূমি সেই পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল, তাই ভূমির এক অংশ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। বৃক্ষ যে এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল, তার ফলে বৃক্ষের নির্যাসরূপে তা দৃষ্ট হয়, যা পান করা নিষিদ্ধ। স্ত্রীদের মধ্যে সেই পাপ রজোরূপে দৃষ্ট হয় এবং সেই জন্য রজস্বলা স্ত্রী অস্পৃশ্য। জলে সেই পাপ বুদ্বুদ ফেনারূপে দৃষ্ট হয় বলে, ফেনাযুক্ত জল অব্যবহার্য।

বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর তাঁর পিতা ত্বষ্টা ইন্দ্রকে বধ করার জন্য এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞে যদি মন্ত্র উচ্চারণে ব্যতিক্রম হয়, তা হলে তার বিপরীত ফল হয়। ত্বষ্টার যজ্ঞেও তাই হয়েছিল। ত্বষ্টা যখন ইন্দ্রের শত্রুর বৃদ্ধি কামনায় মন্ত্র জপ করলেন, তখন ইন্দ্র যার শত্রু সেই বৃত্রাসুরের উৎপত্তি হয়েছিল। যজ্ঞ থেকে যখন বৃত্রাসুরের উৎপত্তি হয়, তখন তার ভয়ঙ্কর মূর্তি দর্শন করে ত্রিভুবন কম্পিত হয়েছিল এবং তার দেহের জ্যোতির প্রভাবে দেবতারা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন। তখন উপায়ান্তর না দেখে, দেবতারা সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা বিশ্বপতি ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর স্তব করতে শুরু করেছিলেন। দেবতারা তাঁর স্তব করেছিলেন, কারণ চরমে ভগবান ছাড়া কেউই জীবকে ভয় এবং বিপদ থেকে

রক্ষা করতে পারেন না। ভগবানের শরণাগত না হয়ে, দেবতাদের শরণাগত হওয়াকে কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্র পার হওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়। কুকুর সাঁতার কাটতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সেই কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্র পার হওয়া যায়।

দেবতাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে, ভগবান তাঁদের দধীচি মুনির কাছে তাঁর দেহের অস্থি প্রার্থনা করার উপদেশ দেন। দধীচি মুনি দেবতাদের এই অনুরোধে সম্মত হন এবং তাঁর অস্থিনির্মিত অস্ত্রে বৃত্রাসুরকে বধ করা হয়।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তস্যাসন্ বিশ্বরূপস্য শিরাংসি ত্রীণি ভারত ।
সোমপীথং সুরাপীথমন্নাদমিতি শুশ্রুম ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তস্য**—তাঁর; **আসন্**—ছিল; **বিশ্বরূপস্য**—দেবতাদের পুরোহিত বিশ্বরূপের; **শিরাংসি**—মস্তক; **ত্রীণি**—তিন; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **সোম-পীথম্**—সোমরস পান করার জন্য; **সুরা-পীথম্**—সুরা পান করার জন্য; **অন্ন-অদম্**—আহার করার জন্য; **ইতি**—এইভাবে; **শুশ্রুম**—পরম্পরা সূত্রে আমি শুনেছি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, আমি পরম্পরা সূত্রে শুনেছি যে, সেই দেব-পুরোহিত বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছিল। একটির দ্বারা তিনি সোমরস পান করতেন, অন্যটির দ্বারা তিনি সুরা পান করতেন এবং অপরটির দ্বারা তিনি অন্ন আহার করতেন।

তাৎপর্য

কোন মানুষ স্বর্গলোক, সেখানকার রাজা, অধিবাসী এবং তাঁদের কার্যকলাপ দর্শন করতে পারে না, কারণ কোন মানুষ স্বর্গলোকে যেতে পারে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যদিও অনেক শক্তিশালী অন্তরীক্ষ যান আবিষ্কার করেছে, তবুও তারা চন্দ্রলোকে পর্যন্ত যেতে পারে না, অন্যান্য লোকের আর কি কথা। মানুষ তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা তার ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত কোন কিছু জানতে পারে

না। তাই গুরুপরম্পরার সূত্রে শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য। তাই মহাত্মা শুকদেব গোস্বামী বলেছেন, "হে রাজন্, আমি পরম্পরা-সূত্রে যা শুনেছি, তা আমি আপনার কাছে বর্ণনা করব।" এটিই হচ্ছে বৈদিক পন্থা। বৈদিক জ্ঞানকে বলা হয় শ্রুতি কারণ তা পরম্পরার ধারায় শ্রবণ করার মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। এই জ্ঞান আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানের সীমার অতীত।

শ্লোক ২

স বৈ বর্হিষি দেবেভ্যো ভাগং প্রত্যক্ষমুচ্চকৈঃ ।
অদদদ্ যস্য পিতরো দেবাঃ সপ্রশ্রয়ং নৃপ ॥ ২ ॥

সঃ—তিনি (বিশ্বরূপ); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বর্হিষি**—যজ্ঞাগ্নিতে; **দেবেভ্যঃ**—বিশিষ্ট দেবতাদের; **ভাগম্**—যথাযথ ভাগ; **প্রত্যক্ষম্**—প্রকাশ্যভাবে; **উচ্চকৈঃ**—উচ্চস্বরে মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা; **অদদৎ**—নিবেদন করেছিলেন; **যস্য**—যাঁর; **পিতরঃ**—পিতৃগণ; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **স-প্রশ্রয়ম্**—অত্যন্ত বিনীতভাবে স্নিগ্ধ স্বরে; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, বিশ্বরূপ তাঁর পিতার দিক থেকে দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন, এবং তাই তিনি প্রকাশ্যভাবে বিনয়ের সঙ্গে, "ইন্দ্রায় ইদং স্বাহা" ("এটি দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য") এবং "ইদম্ অগ্নয়ে" ("এটি অগ্নিদেবের জন্য"), ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চস্বরে উচ্চারণ করে অগ্নিতে দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবি প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৩

স এব হি দদৌ ভাগং পরোক্ষমসুরান্ প্রতি ।
যজমানোঽবহদ্ ভাগং মাতৃস্নেহবশানুগঃ ॥ ৩ ॥

সঃ—তিনি (বিশ্বরূপ); **এব**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **দদৌ**—নিবেদন করেছিলেন; **ভাগম্**—ভাগ; **পরোক্ষম্**—দেবতাদের অজ্ঞাতসারে; **অসুরান্**—অসুরদের; **প্রতি**—উদ্দেশ্যে; **যজমানঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে; **অবহৎ**—নিবেদন করেছিলেন; **ভাগম্**—ভাগ; **মাতৃস্নেহ**—মাতার প্রতি স্নেহবশত; **বশ-অনুগঃ**—বাধ্য হয়ে।

অনুবাদ

যদিও তিনি দেবতাদের নামে যজ্ঞে ঘি আহুতি দিচ্ছিলেন, তবুও দেবতাদের অজ্ঞাতসারে তিনি অসুরদেরও যজ্ঞভাগ নিবেদন করছিলেন, কারণ তাঁর মাতৃ সম্বন্ধে তিনি তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু বিশ্বরূপ দেবতা এবং অসুর উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন, তাই তিনি সেই দুই পক্ষেরই হয়ে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করছিলেন। তিনি যখন অসুরদের পক্ষ অবলম্বন করে অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছিলেন, তখন তিনি দেবতাদের অজ্ঞাতসারে তা করছিলেন।

শ্লোক ৪

তদ্ দেবহেলনং তস্য ধর্মালীকং সুরেশ্বরঃ ।
আলক্ষ্য তরসা ভীতস্তচ্ছীর্ষাণ্যচ্ছিনদ্ রুষা ॥ ৪ ॥

তৎ—তা; **দেব-হেলনম্**—দেবতাদের প্রতি অপরাধ; **তস্য**—তাঁর (বিশ্বরূপের); **ধর্ম-অলীকম্**—ধর্মের নামে কপটতা (দেবতাদের পুরোহিত হওয়ার ভান করে গোপনে অসুরদেরও পৌরোহিত্য করা); **সুর-ঈশ্বরঃ**—দেবরাজ; **আলক্ষ্য**—দর্শন করে; **তরসা**—শীঘ্র; **ভীতঃ**—(বিশ্বরূপের আশীর্বাদে অসুরেরা বর লাভ করবে) এই ভয়ে ভীত হয়ে; **তৎ**—তাঁর (বিশ্বরূপের); **শীর্ষাণি**—মস্তকগুলি; **অচ্ছিনৎ**—ছেদন করেছিলেন; **রুষা**—মহাক্রোধে।

অনুবাদ

কিন্তু এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিশ্বরূপ গোপনে দেবতাদের প্রতারণা করে অসুরদের যজ্ঞভাগ নিবেদন করছিলেন। তখন তিনি অসুরদের কাছে পরাজিত হওয়ার ভয়ে এবং বিশ্বরূপের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর তিনটি মস্তক ছেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৫

সোমপীথং তু যৎ তস্য শির আসীৎ কপিঞ্জলঃ ।
কলবিঙ্কঃ সুরাপীথমন্নাদং যৎ স তিত্তিরিঃ ॥ ৫ ॥

সোম-পীথম্—সোমরস পানকারী; **তু**—কিন্তু; **যৎ**—যা; **তস্য**—তাঁর (বিশ্বরূপের); **শিরঃ**—মস্তক; **আসীৎ**—হয়েছিল; **কপিঞ্জলঃ**—কপিঞ্জল পক্ষী; **কলবিঙ্কঃ**—কলবিঙ্ক; **সুরাপীথম্**—সুরাপানকারী; **অন্নাদম্**—অন্ন ভক্ষণকারী; **যৎ**—যা; **সঃ**—তার; **তিত্তিরিঃ**—তিত্তিরি।

অনুবাদ

তখন যে মস্তকটি দিয়ে তিনি সোমরস পান করতেন, সেটি কপিঞ্জল পক্ষীতে (চাতক) রূপান্তরিত হয়েছিল। যে মস্তকটি দিয়ে সুরা পান করতেন, সেটি কলবিঙ্ক পক্ষী (চটক); এবং যে মস্তকটি দিয়ে অন্ন ভোজন করতেন, সেটি তিত্তিরি পক্ষী হয়েছিল।

শ্লোক ৬

ব্রহ্মহত্যামঞ্জলিনা জগ্রাহ যদপীশ্বরঃ ।
সংবৎসরান্তে তদঘং ভূতানাং স বিশুদ্ধয়ে ।
ভূম্যম্বুদ্রুমযোষিদ্ভ্যশ্চতুর্ধা ব্যভজদ্ধরিঃ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্ম-হত্যাম্—ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ; **অঞ্জলিনা**—বদ্ধাঞ্জলি হয়ে; **জগ্রাহ**—গ্রহণ করেছিলেন; **যৎ-অপি**—যদিও; **ঈশ্বরঃ**—অত্যন্ত শক্তিমান; **সংবৎসরান্তে**—এক বছর পর; **তৎ অঘম্**—সেই পাপের ফল; **ভূতানাম্**—মহাভূত সমূহের; **সঃ**—তিনি; **বিশুদ্ধয়ে**—বিশুদ্ধিকরণের জন্য; **ভূমি**—পৃথিবীকে; **অম্বু**—জল; **দ্রুম**—বৃক্ষ; **যোষিদ্ভ্যঃ**—এবংম স্ত্রীদের; **চতুর্ধা**—চার ভাগে; **ব্যভজৎ**—ভাগ করেছিলেন; **হরিঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র।

অনুবাদ

ইন্দ্র যদিও ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ স্খালন করতে সমর্থ ছিলেন, তবুও তিনি কৃতাঞ্জলি হয়ে অনুতাপ সহকারে সেই পাপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এক বছর যাতনা ভোগ করার পর, নিজের বিশুদ্ধিকরণের জন্য সেই পাপের ফল পৃথিবী, জল, বৃক্ষ এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

ভূমিস্তুরীয়ং জগ্রাহ খাতপূরবরেণ বৈ ।
ঈরিণং ব্রহ্মহত্যায়া রূপং ভূমৌ প্রদৃশ্যতে ॥ ৭ ॥

ভূমিঃ—পৃথিবী; **তুরীয়ম্**—এক-চতুর্থাংশ; **জগ্রাহ**—গ্রহণ করেছিল; **খাত-পূর**—গর্ত পূর্ণ হওয়ায়; **বরেণ**—বর লাভ করার ফলে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ঈরিণম্**—মরুভূমি; **ব্রহ্ম-হত্যায়াঃ**—ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ; **রূপম্**—রূপ; **ভূমৌ**—পৃথিবীতে; **প্রদৃশ্যতে**—দৃষ্ট হয়।

অনুবাদ

ভূমির খাদ (গর্ত) আপনা থেকেই পূর্ণ হয়ে যাবে, ইন্দ্রের কাছে এই বর পেয়ে ভূমি ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। সেই পাপের ফলস্বরূপ আমরা ভূপৃষ্ঠে মরুভূমি দেখতে পাই।

তাৎপর্য

মরুভূমি যেহেতু পৃথিবীর রোগগ্রস্ত অবস্থা, তাই মরুভূমিতে কোন শুভ কর্ম অনুষ্ঠান করা যায় না। যারা মরুভূমিতে বাস করে, তারা ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের ফল ভোগ করছে বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ৮

তুর্যং ছেদবিরোহেণ বরেণ জগৃহুর্দ্রুমাঃ ।
তেষাং নির্যাসরূপেণ ব্রহ্মহত্যা প্রদৃশ্যতে ॥ ৮ ॥

তুর্যম্—এক-চতুর্থাংশ; **ছেদ**—কাটা হলেও; **বিরোহেণ**—পুনরায় বর্ধিত হওয়ার; **বরেণ**—বর লাভের ফলে; **জগৃহুঃ**—গ্রহণ করেছিল; **দ্রুমাঃ**—বৃক্ষগণ; **তেষাম্**—তাদের; **নির্যাস-রূপেণ**—নির্যাসরূপে; **ব্রহ্ম-হত্যা**—ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ; **প্রদৃশ্যতে**—দৃষ্ট হয়।

অনুবাদ

বৃক্ষেরা ইন্দ্রের কাছে বর লাভ করেছিল যে, তাদের কাটা হলেও তাদের ডালপালা আবার বর্ধিত হবে; সেই বর লাভ করে বৃক্ষেরা ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। সেই পাপের ফল বৃক্ষের নির্যাসরূপে দৃষ্ট হয়। (সেই জন্যই বৃক্ষের নির্যাস পান করা নিষিদ্ধ)।

শ্লোক ৯

শশ্বৎকামবরেণাংহস্তুরীয়ং জগৃহুঃ স্ত্রিয়ঃ ।
রজোরূপেণ তাস্বংহো মাসি মাসি প্রদৃশ্যতে ॥ ৯ ॥

শশ্বৎ—নিরন্তর; **কাম**—মৈথুন সম্ভোগে; **বরেণ**—বর লাভ করার ফলে; **অংহঃ**—ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের ফল; **তুরীয়ম্**—এক-চতুর্থাংশ; **জগৃহুঃ**—স্বীকার করেছিল; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ; **রজঃ-রূপেণ**—ঋতুকালে রজোরূপে; **তাসু**—তাদের; **অংহঃ**—পাপের ফল; **মাসি মাসি**—প্রতি মাসে; **প্রদৃশ্যতে**—দৃষ্ট হয়।

অনুবাদ

নারীগণ ইন্দ্রের কাছে বর লাভ করেছিল যে, তারা সর্বকালে মৈথুন সম্ভোগ করতে পারবে, এমন কি গর্ভ অবস্থায়ও সম্ভোগ যদি গর্ভের পক্ষে ক্ষতিকারক না হয়, তা হলে সম্ভোগ করতে পারবে। সেই বর লাভ করার ফলে, তারা ইন্দ্রের পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। তাই প্রতি মাসে ঋতুকালে রজোরূপে সেই পাপ দৃষ্ট হয়।

তাৎপর্য

নারীজাতি অত্যন্ত কামুক এবং তাদের কামবাসনা কখনও পূর্ণ হয় না। যখন ইন্দ্রের কাছে তারা বর লাভ করেছিল যে, তাদের কাম-বাসনার কখনও অন্ত হবে না, তখন নারীগণ ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল।

শ্লোক ১০

দ্রব্যভূয়োবরেণাপস্তুরীয়ং জগৃহুর্মলম্ ।
তাসু বুদ্বুদফেনাভ্যাং দৃষ্টং তদ্ধরতি ক্ষিপন্ ॥ ১০ ॥

দ্রব্য—অন্য বস্তু; **ভূয়ঃ**—বৃদ্ধির; **বরেণ**—বর লাভের দ্বারা; **আপঃ**—জল; **তুরীয়ম্**—এক-চতুর্থাংশ; **জগৃহুঃ**—স্বীকার করেছিল; **মলম্**—পাপ; **তাসু**—জলে; **বুদ্বুদ-ফেনাভ্যাম্**—বুদ্বুদ এবং ফেনারূপে; **দৃষ্টম্**—দৃষ্ট হয়; **তৎ**—তা; **হরতিঃ**—সংগ্রহ করে; **ক্ষিপন্**—ফেলে দিয়ে।

অনুবাদ

ইন্দ্রের কাছ থেকে জল বর লাভ করেছিল যে, অন্য দ্রব্যের সঙ্গে তার মিশ্রণের ফলে, সেই বস্তুরই আধিক্য ঘটবে। সেই বর লাভ করে জল ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা

জনিত পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। সেই পাপ জলে বুদ্বুদ এবং ফেনারূপে দেখা যায়। যখন জল আহরণ করা হয়, তখন বুদ্বুদ ও ফেনা বাদ দিয়েই তা আহরণ করতে হয়।

তাৎপর্য

দুধের সঙ্গে, ফলের রসের সঙ্গে অথবা এই ধরনের বস্তুর সঙ্গে জলের মিশ্রণের ফলে, তাদের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং কেউ বুঝতে পারে না কিসে বৃদ্ধি হয়েছে। এই বর লাভের বিনিময়ে জল ইন্দ্রের পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। সেই পাপ বুদ্বুদ এবং ফেনারূপে দৃষ্ট হয়। তাই পানীয় জল সংগ্রহ করার সময় বুদ্বুদ এবং ফেনা বর্জন করা উচিত।

শ্লোক ১১

হতপুত্রস্ততস্ত্বষ্টা জুহাবেন্দ্রায় শত্রবে ।
ইন্দ্রশত্রো বিবর্ধস্ব মা চিরং জহি বিদ্বিষম্ ॥ ১১ ॥

হত-পুত্রঃ—পুত্রহারা; **ততঃ**—তারপর; **ত্বষ্টা**—ত্বষ্টা; **জুহাব**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন; **ইন্দ্রায়**—ইন্দ্রের; **শত্রবে**—এক শত্রু উৎপন্ন করার জন্য; **ইন্দ্র-শত্রো**—হে ইন্দ্রের শত্রু; **বিবর্ধস্ব**—বর্ধিত হও; **মা**—না; **চিরম্**—দীর্ঘকাল পরে; **জহি**—হত্যা কর; **বিদ্বিষম্**—তোমার শত্রু।

অনুবাদ

বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর তাঁর পিতা ত্বষ্টা ইন্দ্রকে হত্যা করার জন্য এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। "হে ইন্দ্রশত্রু, তোমার শত্রুকে অচিরে বধ করার জন্য তুমি বর্ধিত হও।" এই বলে যজ্ঞে তিনি আহুতি নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ত্বষ্টার মন্ত্র উচ্চারণে কিছু ভুল হয়েছিল, কারণ তিনি হ্রস্ব উচ্চারণের স্থলে দীর্ঘ উচ্চারণ করেছিলেন এবং তার ফলে সেই মন্ত্রের অর্থ ভিন্ন হয়ে যায়। ত্বষ্টা উচ্চারণ করতে চেয়েছিলেন *ইন্দ্রশত্রো* , অর্থাৎ, 'হে ইন্দ্রের শত্রু'। এই স্থলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস, অর্থাৎ ইন্দ্রের শত্রু বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই মন্ত্র দীর্ঘ উচ্চারণের ফলে সেই শব্দের অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'ইন্দ্র যার শত্রু।' তার ফলে ইন্দ্রের শত্রুর পরিবর্তে বৃত্রাসুরের আবির্ভাব হয়েছিল, ইন্দ্র ছিলেন যার শত্রু।

শ্লোক ১২

অথান্বাহার্যপচনাদুত্থিতো ঘোরদর্শনঃ ।
কৃতান্ত ইব লোকানাং যুগান্তসময়ে যথা ॥ ১২ ॥

অথ—তারপর; **অন্বাহার্য-পচনাৎ**—অন্বাহার্য নামক অগ্নি থেকে; **উত্থিতঃ**—আবির্ভূত হয়েছিল; **ঘোর-দর্শনঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন; **কৃতান্তঃ**—রুদ্র; **ইব**—সদৃশ; **লোকানাম্**—সমস্ত লোকের; **যুগান্ত**—যুগের অন্ত; **সময়ে**—সময়ে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

তারপর অন্বহার্য নামক যজ্ঞের দক্ষিণ দিগস্থ অগ্নি থেকে প্রলয়কালীন কৃতান্তের মতো অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন এক অসুর উৎপন্ন হয়েছিল।

শ্লোক ১৩-১৭

বিষ্বঙ্বিবর্ধমানং তমিষুমাত্রং দিনে দিনে ।
দগ্ধশৈলপ্রতীকাশং সন্ধ্যাভ্রানীকবর্চসম্ ॥ ১৩ ॥
তপ্ততাম্রশিখাশ্মশ্রুং মধ্যাহ্নার্কোগ্রলোচনম্ ॥ ১৪ ॥
দেদীপ্যমানে ত্রিশিখে শূল আরোপ্য রোদসী ।
নৃত্যন্তমুন্নদন্তং চ চালয়ন্তং পদা মহীম্ ॥ ১৫ ॥
দরীগম্ভীরবক্ত্রেণ পিবতা চ নভস্তলম্ ।
লিহতা জিহ্বয়র্ক্ষাণি গ্রসতা ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১৬ ॥
মহতা রৌদ্রদংষ্ট্রেণ জৃম্ভমাণং মুহুর্মুহুঃ ।
বিত্রস্তা দুদ্রুবুর্লোকা বীক্ষ্য সর্বে দিশো দশ ॥ ১৭ ॥

বিষ্বক্—সর্বদিকে; **বিবর্ধমানম্**—বর্ধিত হয়ে; **তম্**—তাকে; **ইষু-মাত্রম্**—বিক্ষিপ্ত বাণ; **দিনে দিনে**—দিনের পর দিন; **দগ্ধ**—দগ্ধ; **শৈল**—পর্বত; **প্রতীকাশম্**—সদৃশ; **সন্ধ্যা**—সন্ধ্যায়; **অভ্র-অনীক**—মেঘসমূহের মতো; **বর্চসম্**—দীপ্তি সমন্বিত; **তপ্ত**—উত্তপ্ত; **তাম্র**—তামার মতো; **শিখা**—কেশ; **শ্মশ্রুম্**—দাড়ি এবং গোঁফ; **মধ্যাহ্ন**—মধ্য দিনে; **অর্ক**—সূর্যের মতো; **উগ্র-লোচনম্**—অত্যন্ত দুর্ধর্ষ চক্ষু; **দেদীপ্যমানে**—জ্বলন্ত; **ত্রি-শিখে**—তিনটি তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ সমন্বিত; **শূলে**—তার শূলে; **আরোপ্য**—রেখে; **রোদসী**—পৃথিবী এবং স্বর্গ; **নৃত্যন্তম্**—নৃত্য করে; **উন্নদন্তম্**—

উচ্চস্বরে গর্জন করে; **চ**—এবং; **চালয়ন্তম্**—বিচলিত; **পদা**—তার পায়ের দ্বারা; **মহীম্**—পৃথিবী; **দরী-গম্ভীর**—গুহার মতো গভীর; **বক্ত্রেণ**—মুখের দ্বারা; **পিবতা**—পান করে; **চ**—ও; **নভস্তলম্**—আকাশ; **লিহতা**—লেহন করে; **জিহ্বয়া**—জিহ্বার দ্বারা; **ঋক্ষাণি**—নক্ষত্রসমূহ; **গ্রসতা**—গ্রাস করে; **ভুবন-ত্রয়ম্**—ত্রিভুবন; **মহতা**—অত্যন্ত মহৎ; **রৌদ্র-দংষ্ট্রেণ**—ভয়ঙ্কর দন্তের দ্বারা; **জৃম্ভমাণম্**—জৃম্ভণ করে (হাই তুলে); **মুহুঃ মুহুঃ**—বার বার; **বিত্রস্তাঃ**—ভয়ঙ্কর; **দুদ্রুবুঃ**—পলায়ন করেছিল; **লোকাঃ**—মানুষেরা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সর্বে**—সমস্ত; **দিশঃ দশ**—দশ দিকে।

অনুবাদ

চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত বাণের মতো দ্রুত গতিতে সেই অসুরের শরীর দিন দিন বর্ধিত হতে লাগল। তার শরীর দগ্ধ পর্বতের মতো প্রকাণ্ড ও কৃষ্ণবর্ণ ছিল। তার অঙ্গের দীপ্তি সন্ধ্যাকালীন মেঘসমূহের মতো ছিল। তার শিখা শ্মশ্রু উত্তপ্ত তাম্রের মতো পিঙ্গল বর্ণ এবং নেত্রদ্বয় মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের মতো অত্যন্ত উগ্র ছিল। সে ছিল দুর্জয় এবং মনে হচ্ছিল যেন সে তার জ্বলন্ত ত্রিশূলের উপর ত্রিলোক ধারণ করেছে। সে উচ্চস্বরে চিৎকার করতে করতে যখন নৃত্য করছিল, তখন মনে হচ্ছিল যেন সারা পৃথিবী ভূমিকম্পের ফলে কম্পিত হচ্ছে। সে যখন বার বার জৃম্ভণ করছিল, তখন মনে হচ্ছিল যেন সে তার পর্বত গহ্বরের মতো গভীর মুখের দ্বারা সমগ্র আকাশ গ্রাস করার চেষ্টা করছে। তাকে মনে হচ্ছিল যেন সে তার জিহ্বার দ্বারা আকাশের নক্ষত্রগুলিকে লেহন করছে এবং তার দীর্ঘ, তীক্ষ্ণ দন্তের দ্বারা ত্রিভুবনকে গ্রাস করছে। সেই ভয়ঙ্কর অসুরকে দর্শন করে মানুষেরা ভীত হয়ে দশ দিকে পলায়ন করতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ১৮

যেনাবৃতা ইমে লোকাস্তপসা ত্বাষ্ট্রমূর্তিনা ।
স বৈ বৃত্র ইতি প্রোক্তঃ পাপঃ পরমদারুণঃ ॥ ১৮ ॥

যেন—যার দ্বারা; **আবৃতাঃ**—আচ্ছাদিত; **ইমে**—এই সমস্ত; **লোকাঃ**—লোকসমূহ; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **ত্বাষ্ট্র-মূর্তিনা**—ত্বষ্টার পুত্ররূপে; **সঃ**—সে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বৃত্রঃ**—বৃত্র; **ইতি**—এই প্রকার; **প্রোক্তঃ**—নামক; **পাপঃ**—পাপমূর্তি; **পরম-দারুণঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

অনুবাদ

ত্বষ্টার পুত্র অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন সেই অসুর তার তপস্যার প্রভাবে সমগ্র লোক আবৃত করেছিল। তাই তার নাম হয়েছিল বৃত্র অর্থাৎ যে সব কিছু আবৃত করে।

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে যে, *স ইমাঁল্লোকান্ আবৃনোৎ তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বম্*—যেহেতু সেই অসুর সমস্ত লোক আবৃত করেছিল, তাই তার নাম হয়েছিল বৃত্রাসুর।

শ্লোক ১৯

তং নিজঘ্নুরভিদ্রুত্য সগণা বিবুধর্ষভাঃ ।
স্বৈঃ স্বৈর্দিব্যাস্ত্রশস্ত্রৌঘৈঃ সোঽগ্রসৎ তানি কৃৎস্নশঃ ॥ ১৯ ॥

তম্—তাকে; **নিজঘ্নুঃ**—আঘাত করেছিল; **অভিদ্রুত্য**—অভিমুখে ধাবিত হয়ে; **সগণাঃ**—সৈন্য সহ; **বিবুধ-ঋষভাঃ**—সমস্ত মহান দেবতারা; **স্বৈঃ স্বৈঃ**—তাদের নিজেদের; **দিব্য**—দিব্য; **অস্ত্র**—ধনুর্বাণ; **শস্ত্র-ওঘৈঃ**—বিবিধ অস্ত্র; **সঃ**—সে (বৃত্র); **অগ্রসৎ**—গ্রাস করেছিল; **তানি**—সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র; **কৃৎস্নশঃ**—সমস্ত।

অনুবাদ

ইন্দ্র প্রমুখ দেবতারা সসৈন্যে তার প্রতি ধাবিত হয়ে, তাঁদের দিব্য অস্ত্রের দ্বারা তাকে আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু বৃত্রাসুর তাঁদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রাস করেছিল।

শ্লোক ২০

ততস্তে বিস্মিতাঃ সর্বে বিষণ্ণা গ্রস্ততেজসঃ ।
প্রত্যঞ্চমাদিপুরুষমুপতস্থুঃ সমাহিতাঃ ॥ ২০ ॥

ততঃ—তারপর; **তে**—তারা (দেবতারা); **বিস্মিতাঃ**—বিস্ময়ান্বিত হয়ে; **সর্বে**—সমস্ত; **বিষণ্ণাঃ**—অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে; **গ্রস্ত-তেজসঃ**—তাদের তেজ হারিয়ে; **প্রত্যঞ্চম্**—পরমাত্মাকে; **আদি-পুরুষম্**—আদি পুরুষ; **উপতস্থুঃ**—প্রার্থনা করেছিলেন; **সমাহিতাঃ**—সকলে একত্রিত হয়ে।

অনুবাদ

অসুরের এই প্রকার প্রভাব দর্শন করে দেবতারা অত্যন্ত বিষণ্ণ এবং আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। দেবতারা তখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁরা সকলে একত্রে মিলিত হয়ে অন্তর্যামী ভগবান নারায়ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাঁর পূজা করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২১

শ্রীদেবা ঊচুঃ

বায্বম্বরাগ্ন্যপ্ক্ষিতয়স্ত্রিলোকা
ব্রহ্মাদয়ো যে বয়মুদ্বিজন্তঃ ।
হরাম যস্মৈ বলিমন্তকোঽসৌ
বিভেতি যস্মাদরণং ততো নঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীদেবাঃ ঊচুঃ—দেবতারা বললেন; **বায়ু**—বায়ুর দ্বারা নির্মিত; **অম্বর**—আকাশ; **অগ্নি**—অগ্নি; **অপ্**—জল; **ক্ষিতয়ঃ**—এবং পৃথিবী; **ত্রি-লোকাঃ**—ত্রিভুবন; **ব্রহ্মা-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা আদি; **যে**—যিনি; **বয়ম্**—আমরা; **উদ্বিজন্তঃ**—অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে; **হরাম**—নিবেদন করি; **যস্মৈ**—যাকে; **বলিম্**—উপহার; **অন্তকঃ**—সংহারকারী, মৃত্যু; **অসৌ**—তা; **বিভেতি**—ভয় করে; **যস্মাৎ**—যাঁর থেকে; **অরণম্**—আশ্রয়; **ততঃ**—অতএব; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন—বায়ু, আকাশ, অগ্নি, জল ও মাটি—এই পঞ্চ মহাভূত থেকে ত্রিলোক সৃষ্টি হয়েছে, যা ব্রহ্মা আদি দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাল আমাদের বিনাশ করবে এই ভয়ে ভীত হয়ে আমরা কাল কর্তৃক নির্দেশিত কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা সেই কালকে উপহার প্রদান করি। কিন্তু সেই কালও ভগবানের ভয়ে ভীত। অতএব এখন আমরা সেই পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করি, যিনি আমাদের পূর্ণরূপে রক্ষা করতে সক্ষম।

তাৎপর্য

কেউ যখন মৃত্যু হয়ে ভীত হয়, তখন তার কর্তব্য ভগবানের শরণাগত হওয়া। ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ এই জড় জগতের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ হলেও তিনি

তাঁদের সকলেরই পূজ্য। *বিভেতি যস্মাৎ* শব্দ দুটি ইঙ্গিত করে যে, অসুরেরা যতই শক্তিশালী এবং মহৎ হোক না কেন, তারা সকলেই ভগবানের ভয়ে ভীত। দেবতারা মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে ভগবানের শরণাগত হন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনাগুলি নিবেদন করেন। কাল যদিও সকলের কাছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, তবুও স্বয়ং ভয় ভগবানের ভয়ে ভীত। তাই তিনি হচ্ছেন অভয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করার ফলেই প্রকৃতপক্ষে অভয় হওয়া যায়, এবং তাই দেবতারা ভগবানের শরণ গ্রহণ করতে মনস্থ করেছিলেন।

শ্লোক ২২

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্ ।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্তি সিন্ধুম্ ॥ ২২ ॥

অবিস্মিতম্—যিনি কখনও বিস্মিত হন না; **তম্**—তাঁকে; **পরিপূর্ণ-কামম্**—যিনি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট; **স্বেন**—তাঁর নিজের দ্বারা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **লাভেন**—লাভ; **সমম্**—সমদর্শী; **প্রশান্তম্**—অত্যন্ত স্থির; **বিনা**—ব্যতীত; **উপসর্পতি**—সমীপবর্তী হয়; **অপরম্**—অন্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বালিশঃ**—মূর্খ; **শ্ব**—কুকুরের; **লাঙ্গুলেন**—লেজের দ্বারা; **অতিতিতর্তি**—অতিক্রম করতে চায়; **সিন্ধুম্**—সমুদ্র।

অনুবাদ

ভগবান সম্পূর্ণরূপে নিরহঙ্কার এবং তিনি কোন কিছুর দ্বারাই আশ্চর্যান্বিত হন না। তাঁর চিন্ময় পূর্ণতার ফলে তিনি সর্বদা আনন্দময় এবং সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট। তাঁর কোন জড় উপাধি নেই, এবং তাই তিনি স্থির এবং অনাসক্ত। সেই পরমেশ্বর ভগবান সকলের পরম আশ্রয়। যে ব্যক্তি অন্যের দ্বারা নিজের রক্ষা কামনা করে, সে অবশ্যই অত্যন্ত মূর্খ, যে কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্র পার হওয়ার বাসনা করে।

তাৎপর্য

কুকুর জলে সাঁতার কাটতে পারে, কিন্তু কেউ যদি কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্র পার হতে চায়, তা হলে অবশ্যই সে একটি মহামূর্খ। কুকুর কখনও সমুদ্র পার হতে

পারে না, এবং কুকুরের লেজ ধরেও কেউ সমুদ্র পার হতে পারে না। তেমনই, কেউ যদি অজ্ঞানের সমুদ্র পার হতে চায়, তা হলে কোনও দেবতা অথবা অন্য কারও শরণ গ্রহণ না করে, কেবল ভগবানেরই অভয় চরণারবিন্দের শরণ গ্রহণ করা উচিত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৫৮) তাই বলা হয়েছে—

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশোমুরারেঃ ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্ ॥

ভগবানের চরণ-কমল হচ্ছে এক অবিনশ্বর নৌকা এবং সেই নৌকার আশ্রয় যিনি গ্রহণ করেছেন, তিনি অনায়াসে অজ্ঞানের সমুদ্র অতিক্রম করতে পারেন। তাই প্রতি পদে যেখানে বিপদ, সেই জড় জগতে বাস করা সত্ত্বেও ভক্তের কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। মানুষের কর্তব্য, নিজের মনগড়া ধারণার পরিবর্তে সর্বশক্তিমান ভগবানের শরণাগত হওয়া।

শ্লোক ২৩

যস্যোরুশৃঙ্গে জগতীং স্বনাবং
মনুর্যথাবধ্য ততার দুর্গম্ ।
স এব নস্ত্বাষ্ট্রভয়াদ্ দুরন্তাৎ
ত্রাতাশ্রিতান্ বারিচরোঽপি নূনম্ ॥ ২৩ ॥

যস্য—যার; **উরু**—অত্যন্ত বলবান এবং উন্নত; **শৃঙ্গে**—শিঙের উপর; **জগতীম্**—জগৎ রূপী; **স্ব-নাবম্**—তাঁর নৌকা; **মনুঃ**—মহারাজ সত্যব্রত মনু; **যথা**—যেমন; **আবধ্য**—বেঁধে; **ততার**—পার হয়েছিলেন; **দুর্গম্**—দুর্লঙ্ঘ্য; **সঃ**—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান); **এব**—নিশ্চিতভাবে; **নঃ**—আমাদের; **ত্বাষ্ট্র-ভয়াৎ**—ত্বষ্টার পুত্রের ভয় থেকে; **দুরন্তাৎ**—অসীম; **ত্রাতা**—রক্ষাকর্তা; **আশ্রিতান্**—(আমাদের মতো) আশ্রিতদের; **বারি-চরঃ অপি**—মৎস্যরূপ ধারণ করা সত্ত্বেও; **নূনম্**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

পূর্বে মহারাজ সত্যব্রত নামক মনু পৃথিবীরূপা ক্ষুদ্র নৌকাটি মৎস্য অবতারের শৃঙ্গে বেঁধে প্রলয়ের সময়ে মহা সঙ্কট থেকে ত্রাণ পেয়েছিলেন, ত্বষ্টার পুত্রের ভয়ঙ্কর ভয় থেকে সেই মৎস্যমূর্তি ভগবান আমাদের রক্ষা করুন।

শ্লোক ২৪

পুরা স্বয়ম্ভুরপি সংযমাম্ভ-
স্যুদীর্ণবাতোর্মিরবৈঃ করালে ।
একোঽরবিন্দাৎ পতিতস্ততার
তস্মাৎ ভয়াৎ যেন স নোঽস্তু পারঃ ॥ ২৪ ॥

পুরা—পূর্বে (সৃষ্টির সময়); **স্বয়ম্ভুঃ**—ব্রহ্মা; **অপি**—ও; **সংযম-অম্ভসি**—প্রলয়-বারিতে; **উদীর্ণ**—অতি উচ্চ; **বাত**—বায়ুর; **ঊর্মি**—তরঙ্গ; **রবৈঃ**—শব্দের দ্বারা; **করালে**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **একঃ**—একা; **অরবিন্দাৎ**—কমল আসন থেকে; **পতিতঃ**—পতনোন্মুখ হয়েছিলেন; **ততার**—রক্ষা পেয়েছিলেন; **তস্মাৎ**—সেই; **ভয়াৎ**—ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে; **যেন**—যেই (ভগবানের) দ্বারা; **সঃ**—তিনি; **নঃ**—আমাদের; **অস্তু**—হোক; **পারঃ**—উদ্ধার।

অনুবাদ

সৃষ্টির আদিতে ভয়ঙ্কর প্রলয়-সলিলে প্রচণ্ড বায়ু ভয়ঙ্কর তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল। সেই মহা তরঙ্গ থেকে যে ভয়ঙ্কর শব্দ হয়েছিল, তার ফলে ব্রহ্মা তাঁর কমলাসন থেকে প্রলয়-সলিলে পতনোন্মুখ হয়েছিলেন। তখন তাঁকে যিনি রক্ষা করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাদেরও এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে রক্ষা করুন।

শ্লোক ২৫

য এক ঈশো নিজমায়য়া নঃ
সসর্জ যেনানুসৃজাম বিশ্বম্ ।
বয়ং ন যস্যাপি পুরঃ সমীহতঃ
পশ্যাম লিঙ্গং পৃথগীশমানিনঃ ॥ ২৫ ॥

যঃ—যিনি; **একঃ**—এক; **ঈশঃ**—নিয়ন্তা; **নিজ-মায়য়া**—তাঁর দিব্য শক্তির দ্বারা; **নঃ**—আমাদের; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছেন; **যেন**—যাঁর (কৃপার) দ্বারা; **অনুসৃজাম**—আমরাও সৃষ্টি করি; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **বয়ম্**—আমরা; **ন**—না; **যস্য**—যাঁর; **অপি**—যদিও; **পুরঃ**—আমাদের সম্মুখে; **সমীহতঃ**—যিনি কর্ম করেন তাঁর; **পশ্যাম**—দেখি; **লিঙ্গম্**—রূপ; **পৃথক্**—ভিন্ন; **ঈশ**—নিয়ন্তারূপে; **মানিনঃ**—নিজেদের মনে করে।

অনুবাদ

যে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর কৃপায় আমরা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বিস্তার করি, তিনি সর্বদা আমাদের সম্মুখে পরমাত্মারূপে বিরাজমান, কিন্তু আমরা তাঁর রূপ দর্শন করতে পারি না। আমরা তাঁকে দর্শন করতে অক্ষম, কারণ আমরা নিজেদের এক-একজন স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলে মনে করি।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব যে কেন ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারে না, তার বিশ্লেষণ এখানে করা হয়েছে। ভগবান যদিও আমাদের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীরামচন্দ্র-রূপে আবির্ভূত হন এবং একজন নায়ক অথবা রাজারূপে মানুষদের মধ্যে লীলা-বিলাস করেন, তবুও বদ্ধ জীবেরা তাঁকে চিনতে পারে না। *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্* —মূর্খেরা (*মূঢ়া*) ভগবানকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে অবজ্ঞা করে। আমরা যতই নগণ্য হই না কেন, তবুও আমরা মনে করি যে, আমরাও ভগবান, আমরাও ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারি এবং আমরা অন্য আর একজন ভগবান সৃষ্টি করতে পারি। এই কারণেই আমরা ভগবানকে দর্শন করতে পারি না অথবা জানতে পারি না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

লিঙ্গমেব পশ্যামঃ ।
কদাচিদভিমানস্তু দেবানামপি সন্নিব ।
প্রায়ঃ কালেষু নাস্ত্যেব তারতম্যেন সোঽপি তু ॥

আমরা সকলেই বিভিন্ন মাত্রায় বদ্ধ, কিন্তু আমরা নিজেদের ভগবান বলে মনে করি। সেই জন্যই আমরা ভগবানকে জানতে পারি না অথবা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারি না।

শ্লোক ২৬-২৭

যো নঃ সপত্নৈর্ভৃশমর্দ্যমানান্
দেবর্ষিতির্যঙ্নৃষু নিত্য এব ।
কৃতাবতারস্তনুভিঃ স্বমায়য়া
কৃত্বাত্মসাৎ পাতি যুগে যুগে চ ॥ ২৬ ॥

তমেব দেবং বয়মাত্মদৈবতং
পরং প্রধানং পুরুষং বিশ্বমন্যম্ ।
ব্রজাম সর্বে শরণং শরণ্যং
স্বানাং স নো ধাস্যতি শং মহাত্মা ॥ ২৭ ॥

যঃ—যিনি; **নঃ**—আমাদের; **সপত্নৈঃ**—আমাদের শত্রু অসুরদের দ্বারা; **ভৃশম্**—প্রায় সর্বদা; **অর্দ্যমানান্**—উৎপীড়িত হয়ে; **দেব**—দেবতা; **ঋষি**—ঋষি; **তির্যক্**—পশু; **নৃষু**—এবং মানুষদের মধ্যে; **নিত্যঃ**—সর্বদা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **কৃত-অবতারঃ**—অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে; **তনুভিঃ**—বিভিন্নরূপে; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **কৃত্বা আত্মসাৎ**—তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে করে; **পাতি**—রক্ষা করেন; **যুগে যুগে**—প্রত্যেক যুগে যুগে; **চ**—এবং; **তম্**—তাঁকে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **দেবম্**—পরমেশ্বর; **বয়ম্**—আমাদের; **আত্ম-দৈবতম্**—সমস্ত জীবদের ঈশ্বর; **পরম্**—পরম; **প্রধানম্**—সমস্ত জড় শক্তির মূল কারণ; **পুরুষম্**—পরম ভোক্তা; **বিশ্বম্**—যাঁর শক্তি এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে; **অন্যম্**—পৃথকভাবে অবস্থিত; **ব্রজাম**—আমরা তাঁর সমীপবর্তী হই; **সর্বে**—সকলে; **শরণম্**—আশ্রয়; **শরণ্যম্**—শরণ গ্রহণের উপযুক্ত; **স্বানাম্**—তাঁর ভক্তদেরকে; **সঃ**—তিনি; **নঃ**—আমাদের; **ধাস্যতি**—প্রদান করবেন; **শম্**—কল্যাণ; **মহাত্মা**—পরমাত্মা।

অনুবাদ

ভগবান তাঁর অচিন্ত্য অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে বহু দিব্য শরীরে নিজেকে বিস্তার করেন, যেমন দেবতাদের মধ্যে বামনদেব রূপে, ঋষিদের মধ্যে পরশুরাম রূপে, পশুদের মধ্যে নৃসিংহ, বরাহ আদি রূপে, জলচরদের মধ্যে মৎস্য, কূর্মরূপে এবং মানুষদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্র রূপে তিনি আবির্ভূত হন। তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি সর্বদা অসুরদের দ্বারা উৎপীড়িত দেবতাদের রক্ষা করেন। তিনি সমস্ত জীবের পরম আরাধ্য, পরম কারণ, প্রকৃতি ও পুরুষরূপে তিনি সমস্ত সৃষ্টির মূল। এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিরাটরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করেন। আমাদের ভয়ার্ত অবস্থায় আমরা তাঁর শরণাগত হই, কারণ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, সেই পরম ঈশ্বর, পরম আত্মা আমাদের রক্ষা করবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সৃষ্টির আদি কারণ বলে নিশ্চিতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীধর স্বামী তাঁর ভাষ্য *'ভাবার্থ-দীপিকায়'* প্রকৃতি এবং পুরুষ যে জগৎ

সৃষ্টির কারণ, এই ধারণার উত্তর দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, *পরং প্রধানং পুরুষং বিশ্বম্ অন্যম্*—"তিনি পরম কারণ, প্রকৃতি এবং পুরুষ এই সৃজনাত্মক শক্তিরূপে প্রকট হন। যদিও তিনি জগৎ থেকে ভিন্ন, তবুও তিনি বিরাটরূপে বিরাজ করেন।" সৃষ্টির মূল উৎসরূপী প্রকৃতি হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি এবং *পুরুষ* শব্দটি জীবদের ইঙ্গিত করে, যা ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিসম্ভূত। প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ে চরমে ভগবানে প্রবিষ্ট হয়, যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে (*প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্*)।

যদিও প্রকৃতি ও পুরুষ আপাতদৃষ্টিতে জড় জগতের কারণ বলে মনে হয়, কিন্তু তারা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ। তাই ভগবান হচ্ছেন প্রকৃতি এবং পুরুষের কারণ। তিনি হচ্ছেন মূল কারণ (*সর্বকারণকারণম্*)। *নারদীয় পুরাণে* বলা হয়েছে—

অবিকারোঽপি পরমঃ প্রকৃত্যস্তু বিকারিণী ।
অনুপ্রবিশ্য গোবিন্দঃ প্রকৃতিশ্চাভিধীয়তে ॥

প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই যথাক্রমে ভগবানের নিকৃষ্টা এবং উৎকৃষ্টা শক্তি। যা বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে (*গাম্ আবিশ্য*), ভগবান প্রকৃতিতে প্রবেশ করেন এবং তার ফলে প্রকৃতি বিভিন্নরূপে জগৎ সৃষ্টি করে। প্রকৃতি স্বতন্ত্র নয় অথবা ভগবানের শক্তির অতীত নয়। বাসুদেব বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুর আদি কারণ। তাই *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) ভগবান বলেছেন—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

"আমি জড় এবং চেতন জগতের সব কিছুর উৎস। সব কিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে যাঁরা শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন, তাঁরাই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী।" *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (২/৯/৩৩) ভগবান বলেছেন, *অহম্ এবাসম্ এবাগ্রে*—"সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমিই ছিলাম।" সেই কথা *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে* প্রতিপন্ন হয়েছে—

স্মৃতিরব্যবধানেন প্রকৃতিত্বমিতি স্থিতিঃ ।
উভয়াত্মকসূতিত্বাদ্ বাসুদেবঃ পরঃ পুমান্ ।
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি শব্দৈরেকোঽভিধীয়তে ॥

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার জন্য ভগবান পরোক্ষভাবে পুরুষরূপে এবং প্রত্যক্ষভাবে

প্রকৃতিরূপে কার্য করেন। যেহেতু উভয় শক্তিই সর্বব্যাপ্ত ভগবান বাসুদেব থেকে উদ্ভূত, তাই তিনি প্রকৃতি এবং পুরুষরূপে পরিচিত। অতএব বাসুদেব হচ্ছেন সর্ব-কারণের পরম কারণ (*সর্বকারণকারণম্*)।

শ্লোক ২৮

শ্রীশুক উবাচ

ইতি তেষাং মহারাজ সুরাণামুপতিষ্ঠতাম্ ।
প্রতীচ্যাং দিশ্যভূদাবিঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **তেষাম্**—তাঁদের; **মহারাজ**—হে রাজন্; **সুরাণাম্**—দেবতাদের; **উপতিষ্ঠতাম্**—প্রার্থনা করে; **প্রতীচ্যাম্**—অন্তরে; **দিশি**—দিকে; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **আবিঃ**—আবির্ভূত; **শঙ্খ-চক্র-গদা-ধরঃ**—শঙ্খ, চক্র এবং গদাধারী।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, দেবতারা এইভাবে স্তব করলে, শঙ্খ-চক্র-গদাধর হরি প্রথমে তাঁদের হৃদয়ে এবং তারপর তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯-৩০

আত্মতুল্যৈঃ ষোড়শভির্বিনা শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ ।
পর্যুপাসিতমুন্নিদ্রশরদম্বুরুহেক্ষণম্ ॥ ২৯ ॥
দৃষ্ট্বা তমবনৌ সর্ব ঈক্ষণাহ্লাদবিক্লবাঃ ।
দণ্ডবৎ পতিতা রাজঞ্জুনৈরুত্থায় তুষ্টুবুঃ ॥ ৩০ ॥

আত্ম-তুল্যৈঃ—প্রায় তাঁর সমকক্ষ; **ষোড়শভিঃ**—ষোড়শ সংখ্যক (পার্ষদ); **বিনা**—ব্যতীত; **শ্রীবৎস-কৌস্তুভৌ**—শ্রীবৎস চিহ্ন এবং কৌস্তুভ মণি; **পর্যুপাসিতম্**—সর্বদিকে সেব্যমান; **উন্নিদ্র**—বিকশিত; **শরৎ**—শরৎকালীন; **অম্বুরুহ**—পদ্ম ফুলের মতো; **ঈক্ষণম্**—নেত্র সমন্বিত; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **তম্**—তাঁকে (পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে); **অবনৌ**—ভূমিতে; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **ঈক্ষণ**—প্রত্যক্ষভাবে দর্শন

করে; **আহ্লাদ**—আনন্দে; **বিক্লবাঃ**—বিহ্বল হয়ে; **দণ্ডবৎ**—দণ্ডবৎ; **পতিতাঃ**—পতিত হয়েছিলেন; **রাজন্**—হে রাজন্; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **উত্থায়**—উঠে দাঁড়িয়ে; **তুষ্টুবুঃ**—প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, শ্রীবৎস চিহ্ন এবং কৌস্তুভ মণি ব্যতীত অন্যান্য অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে ভগবানেরই সমতুল্য ষোড়শ সংখ্যক পার্ষদ দ্বারা চতুর্দিকে সেব্যমান, শরৎকালীন বিকশিত পদ্মফুলের মতো নেত্রসমন্বিত ভগবানকে দর্শন করে, দেবতারা আনন্দে বিহ্বল হয়ে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, এবং তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁরা পুনরায় প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান চতুর্ভুজ সমন্বিত এবং বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভ মণি দ্বারা অলঙ্কৃত। এইগুলি ভগবানের বিশিষ্ট চিহ্ন। বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের পার্ষদ এবং অন্যান্য ভক্তেরা ভগবানেরই মতো রূপ সমন্বিত। কেবল তাঁদের শ্রীবৎসচিহ্ন এবং কৌস্তুভ মণি নেই।

শ্লোক ৩১

শ্রীদেবা ঊচুঃ

নমস্তে যজ্ঞবীর্যায় বয়সে উত তে নমঃ ।
নমস্তে হ্যস্তচক্রায় নমঃ সুপুরুহূতয়ে ॥ ৩১ ॥

শ্রী-দেবাঃ ঊচুঃ—দেবতারা বললেন; **নমঃ**—নমস্কার; **তে**—আপনাকে; **যজ্ঞ-বীর্যায়**—যজ্ঞের ফল প্রদানে সমর্থ পরমেশ্বর ভগবানকে; **বয়সে**—যজ্ঞের ফল বিনাশকারী কালস্বরূপ; **উত**—যদিও; **তে**—আপনাকে; **নমঃ**—নমস্কার; **নমঃ**—নমস্কার; **তে**—আপনাকে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্ত্র-চক্রায়**—চক্র বিক্ষেপকারী; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ নমস্কার; **সু-পুরু-হূতয়ে**—বিবিধ দিব্য নাম সমন্বিত।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন—হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি যজ্ঞের ফল প্রদানকারী এবং আপনি যজ্ঞের ফল বিনাশকারী কালস্বরূপ। আপনি অসুরদের বিনাশের জন্য

চক্র বিক্ষেপকারী এবং আপনি বহু নামধারী। হে ভগবান, আমরা আপনাকে শ্রদ্ধা সহকারে নমস্কার করি।

শ্লোক ৩২

যৎ তে গতীনাং তিসৃণামীশিতুঃ পরমং পদম্ ।
নার্বাচীনো বিসর্গস্য ধাতর্বেদিতুমর্হতি ॥ ৩২ ॥

যৎ—যা; **তে**—আপনার; **গতীনাম্ তিসৃণাম্**—ত্রিবিধ গতির (স্বর্গ, মর্ত্য এবং নরক); **ঈশিতুঃ**—নিয়ন্তা; **পরমম্ পদম্**—পরম পদ বৈকুণ্ঠলোক; **ন**—না; **অর্বাচীনঃ**—কনিষ্ঠ ব্যক্তি; **বিসর্গস্য**—সৃষ্টি; **ধাতঃ**—হে পরম নিয়ন্তা; **বেদিতুম্**—জানার জন্য; **অর্হতি**—সক্ষম।

অনুবাদ

হে পরম নিয়ন্তা, আপনি ত্রিবিধ গতির (স্বর্গলোকে উন্নতি, মনুষ্যজন্ম এবং নরক-যন্ত্রণা) নিয়ন্তা, তবু আপনার পরম ধাম হচ্ছে বৈকুণ্ঠলোক। যেহেতু আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করার পর আমরা এসেছি, তাই আপনার কার্যকলাপ অবগত হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি ব্যতীত অন্য আর কিছুই নিবেদন করার নেই।

তাৎপর্য

অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সাধারণত জানে না ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করতে হয়। জড় জগতের সমস্ত জীবেদের মধ্যে কেউই জানে না ভগবানের কাছে কি বর প্রার্থনা করতে হয়। মানুষ সাধারণত স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার বর প্রার্থনা করে, কারণ বৈকুণ্ঠলোক সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না। শ্রীমধ্বাচার্য সেই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন—

দেবলোকাৎ পিতৃলোকাৎ নিরয়াচ্চাপি যৎ পরম্ ।
তিসৃভ্যঃ পরমং স্থানং বৈষ্ণবং বিদুষাং গতিঃ ॥

দেবলোক, পিতৃলোক, নিরয় বা নরক আদি বহু গ্রহলোক রয়েছে। কেউ যখন এই সমস্ত লোক অতিক্রম করে বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করেন, তখন তিনি বৈষ্ণবের পরম পদ প্রাপ্ত হন। অন্য সমস্ত লোকে বৈষ্ণবদের করণীয় কিছুই নেই।

শ্লোক ৩৩

ওঁ নমস্তেঽস্তু ভগবন্ নারায়ণ বাসুদেবাদিপুরুষ মহাপুরুষ মহানুভাব পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ পরমকারুণিক কেবল জগদাধার লোকৈকনাথ সর্বেশ্বর লক্ষ্মীনাথ পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ পরমেণাত্মযোগসমাধিনা পরিভাবিতপরিস্ফুটপারমহংস্যধর্মেণোদ্‌ঘাটিততমঃকপাটদ্বারে চিত্তেঽপাবৃত আত্মলোকে স্বয়মুপলব্ধনিজসুখানুভবো ভবান্ ॥ ৩৩ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **অস্তু**—হোক; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **নারায়ণ**—সমগ্র জীবের আশ্রয় নারায়ণ; **বাসুদেব**—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ; **আদি-পুরুষ**—আদিপুরুষ; **মহা-পুরুষ**—মহাপুরুষ; **মহা-অনুভাব**— পরম ঐশ্বর্য সমন্বিত; **পরম-মঙ্গল**—পরম মঙ্গলময়; **পরম-কল্যাণ**—পরম কল্যাণ; **পরম-কারুণিক**—পরম করুণাময়; **কেবল**—অপরিবর্তনীয়; **জগৎ-আধার**—সমগ্র জগতের অবলম্বনীয়; **লোক-এক-নাথ**—সমস্ত গ্রহলোকের একমাত্র ঈশ্বর; **সর্ব-ঈশ্বর**—পরম নিয়ন্তা; **লক্ষ্মী-নাথ**—লক্ষ্মীপতি; **পরমহংস-পরিব্রাজকৈঃ**—সারা পৃথিবী পর্যটনকারী সর্বোচ্চ স্তরের সন্ন্যাসীদের দ্বারা; **পরমেণ**—পরম; **আত্ম-যোগ-সমাধিনা**—ভক্তিযোগে মগ্ন; **পরিভাবিত**—পূর্ণরূপে শুদ্ধ; **পরিস্ফুট**—এবং পূর্ণরূপে প্রকাশিত; **পারমহংস্য-ধর্মেণ**—ভগবদ্ভক্তির দিব্য পন্থা অনুশীলনের দ্বারা; **উদ্‌ঘাটিত**—উন্মুক্ত; **তমঃ**—মায়িক অস্তিত্বের; **কপাট**—কপাট; **দ্বারে**—দ্বারে অবস্থিত; **চিত্তে**—মনে; **অপাবৃতে**—নিষ্কলুষ; **আত্ম-লোকে**—চিৎ-জগতে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **উপলব্ধ**—উপলব্ধি করে; **নিজ**—নিজের; **সুখ-অনুভবঃ**—সুখানুভূতি; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

হে ভগবান! হে নারায়ণ! হে বাসুদেব! হে আদিপুরুষ! হে মহাপুরুষ! হে মহানুভব! হে পরম মঙ্গল! হে পরম কল্যাণ! হে পরম করুণাময়! হে নির্বিকার! হে জগদাধার! হে লোকনাথ! হে সর্বেশ্বর! হে লক্ষ্মীনাথ! পরমহংস পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা যাঁরা কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করেন, ভক্তিযোগে পূর্ণরূপে সমাধিমগ্ন হয়ে তাঁরা আপনাকে উপলব্ধি করতে পারেন। যেহেতু তাঁদের মন আপনাতে একাগ্রীভূত, তাই তাঁরা তাঁদের শুদ্ধ অন্তঃকরণে আপনার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। যখন তাঁদের হৃদয়ের অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় এবং আপনি তাঁদের কাছে প্রকাশিত হন, তখন তাঁরা আপনার চিন্ময় স্বরূপের দিব্য আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন। তাঁরা ছাড়া

আর কেউই আপনাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্ত এবং যোগীদের কাছে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হন বলে ভগবানের অনেক দিব্য নাম রয়েছে। যখন তাঁর নির্বিশেষ রূপের উপলব্ধি হয়, তখন তাঁকে বলা হয় ব্রহ্ম, যখন তাঁকে পরমাত্মারূপে উপলব্ধি হয়, তখন তাঁকে বলা হয় অন্তর্যামী, এবং যখন তিনি জড় সৃষ্টির জন্য বিবিধরূপে নিজেকে বিস্তার করেন, তখন তাঁকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং কারণোদকশায়ী বিষ্ণু বলা হয়। যখন তিনি বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ রূপে উপলব্ধ হন, যিনি বিষ্ণুর উক্ত তিন রূপের অতীত, তখন তাঁকে বৈকুণ্ঠ নারায়ণ বলা হয়। নারায়ণ উপলব্ধির ঊর্ধ্বে বলদেব উপলব্ধি এবং তাঁরও ঊর্ধ্বে শ্রীকৃষ্ণ উপলব্ধি। এই সমস্ত উপলব্ধি তখনই সম্ভব হয় যখন মানুষ পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন। তখন হৃদয়ের অন্তঃস্থলের রুদ্ধদ্বার ভগবান এবং তাঁর বিভিন্ন রূপকে উপলব্ধি করার জন্য পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হয়।

শ্লোক ৩৪

দুরববোধ ইব তবায়ং বিহারযোগো যদশরণোঽশরীর ইদমনবেক্ষিতাস্মৎসমবায় আত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি পাসি হরসি ॥ ৩৪ ॥

দুরববোধঃ—দুর্বোধ্য; **ইব**—অত্যন্ত; **তব**—আপনার; **অয়ম্**—এই; **বিহার-যোগঃ**—জড় সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের লীলা-বিলাস পরায়ণ; **যৎ**—যা; **অশরণঃ**—অন্য কোন কিছুর উপর আশ্রিত নয়; **অশরীরঃ**—জড় শরীরবিহীন; **ইদম্**—এই; **অনবেক্ষিত**—অপেক্ষা না করে; **অস্মৎ**—আমাদের; **সমবায়ঃ**—সহযোগিতা; **আত্মনা**—আপনার দ্বারা; **এব**—নিঃসন্দেহে; **অবিক্রিয়মাণেন**—নির্বিকারভাবে; **সগুণম্**—জড়া প্রকৃতির গুণ; **অগুণঃ**—এই সমস্ত গুণের অতীত হওয়া সত্ত্বেও; **সৃজসি**—আপনি সৃষ্টি করেন; **পাসি**—পালন করেন; **হরসি**—সংহার করেন।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনার কোন অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না, এবং যদিও আপনার কোন জড় শরীর নেই, তবু আপনার আমাদের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না।

যেহেতু আপনি সমস্ত জড় সৃষ্টির কারণ, আপনি বিকার প্রাপ্ত না হয়ে সমস্ত জড় উপাদানগুলি সরবরাহ করেন, এবং স্বয়ং এই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার-কার্য সম্পাদন করেন। যদিও মনে হয় যে আপনি জড় কার্যকলাপে যুক্ত, তবু আপনি সমস্ত জড় গুণের অতীত। তাই আপনার এই সমস্ত দিব্য কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭) বলা হয়েছে, *গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ*—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা গোলোক বৃন্দাবনে বিরাজ করেন। আরও বলা হয়েছে, *বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পদমেকং ন গচ্ছতি*—শ্রীকৃষ্ণ কখনও বৃন্দাবন ছেড়ে এক পা কোথাও যান না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁর ধাম গোলোক বৃন্দাবনে বিরাজমান, তবু তিনি সর্বব্যাপ্ত, তাই তিনি সর্বস্থানে উপস্থিত। বদ্ধ জীবেদের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু ভক্তেরা বুঝতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তাঁর ধামে বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও সর্বব্যাপ্ত। দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ, যদিও ভগবানের কোন জড় শরীর নেই এবং তাঁর কারও সহায়তারও প্রয়োজন হয় না। তিনি সর্বব্যাপ্ত (*ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা*)। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে সর্বত্র উপস্থিত নন। মায়াবাদীদের মতে ব্রহ্ম সর্বব্যাপ্ত হওয়ার ফলে, তাঁর কোন চিন্ময়রূপ থাকা সম্ভব নয়। মায়াবাদীদের মতে যেহেতু তিনি সর্বব্যাপ্ত, তাই তাঁর কোন রূপ নেই। সেই কথা সত্য নয়। ভগবানের চিন্ময় রূপ রয়েছে এবং সেই সঙ্গে তিনি জড় জগতের সর্বত্র ব্যাপ্ত।

শ্লোক ৩৫

অথ তত্র ভবান্ কিং দেবদত্তবদিহ গুণবিসর্গপতিতঃ পারতন্ত্র্যেণ স্বকৃতকুশলাকুশলং ফলমুপাদদাত্যাহোস্বিদাত্মারাম উপশমশীলঃ সমঞ্জসদর্শন উদাস্ত ইতি হ বাব ন বিদামঃ ॥ ৩৫ ॥

অথ—অতএব; **তত্র**—তাতে; **ভবান্**—আপনি; **কিম্**—কি; **দেব-দত্ত-বৎ**—একজন সাধারণ মানুষের মতো কর্মফলের অধীন; **ইহ**—এই জড় জগতে; **গুণ-বিসর্গ-পতিতঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা বাধ্য হয়ে জড় শরীরে পতিত; **পারতন্ত্র্যেণ**—কাল, স্থান, কর্ম এবং প্রকৃতির অধীন হওয়ার ফলে; **স্ব-কৃত**—নিজের দ্বারা কৃত; **কুশল**—শুভ; **অকুশলম্**—অশুভ; **ফলম্**—কর্মফল; **উপাদদাতি**—গ্রহণ করে;

আহোস্বিৎ—অথবা; **আত্মারামঃ**—সম্পূর্ণরূপে আত্মতুষ্ট; **উপশমশীলঃ**—আত্মসংযত; **সমঞ্জস-দর্শনঃ**—পূর্ণ চিৎ-শক্তি থেকে বঞ্চিত না হয়ে; **উদাস্তে**—সাক্ষীরূপে উদাসীন থাকেন; **ইতি**—এই প্রকার; **হ বাব**—নিশ্চিতভাবে; **ন বিদামঃ**—আমরা বুঝতে পারি না।

অনুবাদ

আমাদের দুটি প্রশ্ন। সাধারণ বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির নিয়মের অধীন এবং তার ফলে তাকে তার কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। আপনিও কি একজন সাধারণ মানুষের মতো জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে উৎপন্ন একটি শরীরে অবস্থান করেন? আপনি কি কাল, কর্ম আদির অধীনে স্বকৃত শুভ এবং অশুভ ফল ভোগ করেন? নতুবা আপনি কি আত্মারাম, জড় বাসনামুক্ত এবং নিত্য-চিৎশক্তি-যুক্ত নিরপেক্ষ সাক্ষীরূপে কেবল বিরাজ করেন? আমরা আপনার প্রকৃত স্থিতি বুঝতে পারি না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনি দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই জড় জগতে অবতরণ করেন, যথা, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*—ভক্তদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং অভক্ত অসুরদের বিনাশ করার জন্য। ভগবানের এই দুই প্রকার কর্মই সমান। ভগবান যখন অসুরদের দণ্ড দেবার জন্য আসেন, তখন তিনি তাদের উপর তাঁর কৃপা বর্ষণ করেন, এবং তেমনই তিনি যখন তাঁর ভক্তদের উদ্ধার করেন, তখন তাদের প্রতিও কৃপা বর্ষণ করেন। এইভাবে ভগবান বদ্ধ জীবেদের সমভাবে কৃপা করেন। কোন বদ্ধ জীব যখন অন্যদের ত্রাণ করেন, তখন তিনি পুণ্য অর্জন করেন এবং কেউ যখন অন্যদের দুঃখকষ্ট দেয়, তখন সে পাপকর্ম করে, কিন্তু ভগবান পুণ্যবান বা পাপী নন; তিনি সর্বদাই পূর্ণ চিৎশক্তি সমন্বিত, যার দ্বারা তিনি দণ্ডনীয় এবং রক্ষণীয় উভয়কেই সমান কৃপা প্রদর্শন করেন। ভগবান *অপাপ-বিদ্ধম্* । তিনি কখনও পাপকর্মের দ্বারা কলুষিত হন না। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে বিরাজ করছিলেন, তখন তিনি বহু বৈরীভাবাপন্ন অভক্তদের সংহার করেছিলেন, কিন্তু তারা সকলেই সারূপ্য মুক্তি লাভ করেছিলেন, অর্থাৎ তারা তাদের চিন্ময় স্বরূপ পুনঃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। যারা ভগবানকে জানে না তারা বলে যে, ভগবান তাদের প্রতি নির্দয় কিন্তু অন্যদের প্রতি সদয়। প্রকৃতপক্ষে *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৯) ভগবান বলেছেন, *সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে*

দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ—"আমি সকলের প্রতি সমদর্শী। কেউই আমার শত্রু নয় অথবা বন্ধু নয়।" কিন্তু তিনি এও বলেছেন, *যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্*—"কেউ যদি আমার ভক্ত হয় এবং সর্বতোভাবে আমার শরণাগত হয়, সে আমার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে।"

শ্লোক ৩৬

ন হি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যপরিমিতগুণগণ ঈশ্বরেঽনব-গাহ্যমাহাত্ম্যেঽর্বাচীনবিকল্পবিতর্কবিচারপ্রমাণাভাসকুতর্কশাস্ত্রকলিলান্তঃকরণাশ্রয়দুরবগ্রহবাদিনাং বিবাদানবসর উপরতসমস্তমায়ামযে কেবল এবাত্মমায়ামন্তর্ধায় কো ন্বর্থো দুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ ॥৩৬॥

ন—না; হি—নিশ্চিতভাবে; **বিরোধঃ**—বিরোধ; **উভয়ম্**—উভয়; **ভগবতি**—ভগবানে; **অপরিমিত**—অসীম; **গুণ-গণে**—দিব্য গুণাবলী; **ঈশ্বরে**—পরম নিয়ন্তায়; **অনবগাহ্য**—সমন্বিত; **মাহাত্ম্যে**—অপরিমিত গুণ এবং মহিমা; **অর্বাচীন**—আধুনিক; **বিকল্প**—বিকল্প; **বিতর্ক**—বিরোধী তর্ক; **বিচার**—বিচার; **প্রমাণ-আভাস**—ভ্রান্ত প্রমাণ; **কুতর্ক**—অর্থহীন তর্ক; **শাস্ত্র**—অপ্রামাণিক শাস্ত্রের দ্বারা; **কলিল**—বিক্ষুব্ধ; **অন্তঃকরণ**—মন; **আশ্রয়**—আশ্রয়; **দুরবগ্রহ**—দুষ্ট আগ্রহ; **বাদিনাম্**—সিদ্ধান্ত-বাদীদের; **বিবাদ**—বিরোধের; **অনবসরে**—সীমার মধ্যে নয়; **উপরত**—বিরত; **সমস্ত**—সব কিছু; **মায়া-ময়ে**—মায়াশক্তি; **কেবলে**—অদ্বিতীয়; **এব**—বস্তুত; **আত্ম-মায়াম্**—মায়াশক্তি, যা অচিন্ত্যকে গড়তে পারে এবং নষ্ট করতে পারে; **অন্তর্ধায়**—মাঝখানে রেখে; **কঃ**—কে; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **অর্থঃ**—অর্থ; **দুর্ঘটঃ**—সম্ভব; **ইব**—যেন; **ভবতি**—হয়; **স্বরূপ**—প্রকৃতি; **দ্বয়**—দুইয়ের; **অভাবাৎ**—অভাবের ফলে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনাতে সমস্ত বিরোধের সমন্বয় হয়। যেহেতু আপনি পরম পুরুষ, অনন্ত দিব্য গুণের আধার, পরম ঈশ্বর, তাই আপনার অনন্ত মহিমা বদ্ধ জীবদের কল্পনার অতীত। আধুনিক সিদ্ধান্তবাদীরা প্রকৃত সত্য যে কি তা না জেনে, কোন্‌টি সত্য এবং কোন্‌টি মিথ্যা তা নিয়ে তর্ক করে। তাদের তর্ক সর্বদাই ভ্রান্ত এবং তাদের বিচার অমীমাংসিত, কারণ আপনার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার প্রকৃত পন্থা তারা জানে না। যেহেতু তাদের মন অপসিদ্ধান্তপূর্ণ তথাকথিত শাস্ত্রের

দ্বারা বিক্ষুব্ধ, তাই তারা পরম সত্য আপনাকে জানতে অক্ষম। অধিকন্তু সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কলুষিত আগ্রহবশত তাদের মতবাদগুলি তাদের জড় ধারণার অতীত অধোক্ষজ আপনাকে প্রকাশ করতে পারে না। আপনি এক এবং অদ্বিতীয়, এবং তাই আপনার কাছে কর্তব্য-অকর্তব্য, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির বিরোধ নেই। আপনার শক্তি এমনই মহান যে, আপনার ইচ্ছা অনুসারে আপনি যে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন এবং ধ্বংস করতে পারেন। এই শক্তির প্রভাবে আপনার পক্ষে অসম্ভব কি হতে পারে? আপনার স্বরূপে যেহেতু কোন দ্বৈত ভাব নেই, তাই আপনি আপনার শক্তির প্রভাবে সব কিছুই করতে পারেন।

তাৎপর্য

ভগবান স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ফলে, চিন্ময় আনন্দে পূর্ণ আত্মারাম। তিনি আনন্দ দুই ভাগে উপভোগ করেন—যখন তাঁকে প্রসন্ন বলে মনে হয় এবং যখন তাঁকে দুঃখিত বলে মনে হয়। তাঁর মধ্যে ভেদ এবং বিভেদ সম্ভব নয়, কারণ সেইগুলির উদ্ভব তাঁর থেকেই হয়। ভগবান সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত শক্তি, সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত ঐশ্বর্য এবং সমস্ত যশের উৎস। তাঁর শক্তি অসীম। যেহেতু তিনি সমস্ত দিব্য গুণে পূর্ণ, তাই জড় জগতের কোন কলুষ তাঁর মধ্যে থাকতে পারে না। তিনি জড়াতীত ও চিন্ময় এবং তাই জড় সুখ ও দুঃখের ধারণা তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ভগবানের মধ্যে যদি বিরোধ ভাব দেখা যায়, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তিনি যে পরম তার অর্থ এই। যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান, তাই তাঁর অস্তিত্ব আছে কি নেই তা নিয়ে বদ্ধ জীবেদের যে তর্ক, তিনি তার অধীন নন। ভক্তদের শত্রুগণকে হত্যা করে, ভক্তদের রক্ষা করে তিনি আনন্দ পান। এইভাবে হত্যা এবং রক্ষা উভয়ের মাধ্যমেই তিনি আনন্দ উপভোগ করেন।

দ্বৈত ভাব থেকে এই মুক্তি কেবল ভগবানের ক্ষেত্রেই নয়, তাঁর ভক্তদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বৃন্দাবনে ব্রজ-বালিকারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাহচর্যে দিব্য আনন্দ উপভোগ করেন, আবার কৃষ্ণ-বলরাম যখন বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে যান, তখনও তাঁদের বিরহে তাঁরা সেই অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভব করেন। পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত উভয়ের ক্ষেত্রেই জড় দুঃখ অথবা সুখের কোন প্রশ্ন ওঠে না, যদিও আপাতদৃষ্টিতে কখনও কখনও বলা হয় যে, তাঁরা দুঃখী অথবা সুখী। যিনি আত্মারাম, তিনি উভয় স্থিতিতেই আনন্দমগ্ন থাকেন।

অভক্তেরা ভগবানের মধ্যে এই বিরোধের অভাব বুঝতে পারে না। তাই *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, *ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি*—ভগবানের চিন্ময় লীলা কেবল ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়; অভক্তদের কাছে তা সম্পূর্ণরূপে দুর্বোধ্য। *অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ*—ভগবান এবং তাঁর নাম, রূপ, লীলা ও বৈশিষ্ট্য অভক্তদের কাছে অচিন্ত্য, এবং তাই যুক্তি-তর্কের দ্বারা তা বোঝার চেষ্টা করা উচিত নয়। তার ফলে তারা কখনই পরম সত্যকে জানতে পারবে না।

শ্লোক ৩৭

সমবিষমমতীনাং মতমনুসরসি যথা রজ্জুখণ্ডঃ সর্পাদিধিয়াম্ ॥ ৩৭ ॥

সম—সমান বা যথাযথ; **বিষম**—অসমান বা ভ্রান্ত; **মতীনাম্**—বুদ্ধিমানদের; **মতম্**—সিদ্ধান্ত; **অনুসরসি**—আপনি অনুসরণ করেন; **যথা**—যেমন; **রজ্জু-খণ্ডঃ**—দড়ির টুকরো; **সর্পাদি**—সর্প ইত্যাদি; **ধিয়াম্**—যারা মনে করে তাদের কাছে।

অনুবাদ

একটি রজ্জু মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির কাছে সর্পের মতো প্রতিভাত হয়ে ভয় উৎপাদন করে, কিন্তু যথার্থ বুদ্ধি সমন্বিত ব্যক্তি জানেন যে, তা কেবল একটি রজ্জু। তেমনই, আপনি, সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে তাদের বুদ্ধি অনুসারে ভয় এবং অভয় উৎপাদন করেন, কিন্তু আপনার মধ্যে কোন দ্বৈতভাব নেই।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/১১) ভগবান বলেছেন, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্*—"যে যেভাবে আমার শরণাগত হয়, সেই অনুসারে আমি তাকে ফল প্রদান করি।" ভগবান সমস্ত জ্ঞান, সত্য এবং বিরোধের উৎস। এখানে যে উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত উপযুক্ত। রজ্জু একটি বস্তু, কিন্তু কেউ সেটিকে ভুল করে সাপ বলে মনে করতে পারে, কিন্তু অন্যেরা জানে যে, সেটি হচ্ছে একটি রজ্জু। তেমনই, যে সমস্ত ভক্তেরা ভগবানকে জানেন, তাঁরা তাঁর মধ্যে কোন বিরোধ দেখতে পান না, কিন্তু অভক্তেরা তাঁকে সর্পবৎ সমস্ত ভয়ের উৎসরূপে দর্শন করে। যেমন, নৃসিংহদেব যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁকে পরম পরিত্রাতারূপে দর্শন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাঁকে মৃত্যুরূপে দর্শন করেছিল। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২/৩৭) সেই

সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ*—দ্বৈতভাবে মগ্ন থাকার ফলেই ভয়ের উদয় হয়। কেউ যখন দ্বৈতজ্ঞান সমন্বিত থাকেন, তখন তিনি ভয় এবং আনন্দ উভয় তত্ত্বই অবগত থাকেন। একই ভগবান ভক্তদের আনন্দের এবং অজ্ঞানী অভক্তদের ভয়ের উৎস হন। ভগবান এক, কিন্তু সেই পরমতত্ত্বকে বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করে। বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা তাঁর মধ্যে বিরোধ দর্শন করে, কিন্তু ধীর ভক্তেরা তাঁর মধ্যে কোন বিরোধ দেখতে পান না।

শ্লোক ৩৮

স এব হি পুনঃ সর্ববস্তুনি বস্তুস্বরূপঃ সর্বেশ্বরঃ সকলজগৎ-কারণকারণভূতঃ সর্বপ্রত্যগাত্মত্বাৎ সর্বগুণাভাসোপলক্ষিত এক এব পর্যবশেষিতঃ ॥ ৩৮ ॥

সঃ—তিনি (ভগবান); **এব**—বস্তুত; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **সর্ব-বস্তুনি**—জড় এবং চিন্ময় সমস্ত বস্তুতে; **বস্তু-স্বরূপঃ**—বস্তু; **সর্ব-ঈশ্বরঃ**—সব কিছুর নিয়ন্তা; **সকল-জগৎ**—সমগ্র জগতের; **কারণ**—কারণের; **কারণ-ভূতঃ**—কারণরূপে; **সর্ব-প্রত্যক্-আত্মত্বাৎ**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা হওয়ার ফলে, অথবা পরমাণুতে পর্যন্ত বিরাজমান হওয়ার ফলে; **সর্ব-গুণ**—প্রকৃতির সমস্ত গুণের প্রভাবে (যথা, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়); **আভাস**—প্রকাশের দ্বারা; **উপলক্ষিতঃ**—অনুভূত; **একঃ**—এক; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **পর্যবশেষিতঃ**—পর্যবসিত হয়।

অনুবাদ

বিচার করলে দেখা যায় যে, যিনি নানারূপে প্রতীত হন, সেই পরমাত্মাই প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর মূলতত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব জড় জগতের কারণ, কিন্তু সেই মহত্তত্ত্বের কারণও হচ্ছেন তিনি। তাই তিনি হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। তিনি বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক। তিনি অন্তর্যামীরূপে উপলক্ষিত হন। তাঁর অভাবে সব কিছুই মৃত। সেই পরমাত্মা, পরম ঈশ্বর, আপনি ভিন্ন আর কেউই নন।

তাৎপর্য

সর্ববস্তুনি বস্তুস্বরূপঃ শব্দগুলি সূচিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেক বস্তুর মূল সিদ্ধান্ত। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৫) বর্ণিত হয়েছে—

একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর এক অংশের দ্বারা প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে এবং প্রতিটি পরমাণুতে প্রবেশ করে সমগ্র জড় সৃষ্টি জুড়ে তাঁর অনন্ত শক্তি প্রকাশ করেন।" তাঁর এক অংশ অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে ভগবান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত। তিনি সমস্ত জীবের প্রত্যক্ বা অন্তর্যামী। ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৩) বলেছেন, *ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত* — "হে ভরতশ্রেষ্ঠ, জেনে রেখো যে, আমি সমস্ত দেহেরও জ্ঞাতা (ক্ষেত্রজ্ঞ)।" ভগবান যেহেতু পরমাত্মা, তাই তিনি প্রত্যেক বস্তুর, এমন কি পরমাণুরও মূল তত্ত্ব (*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*) । তিনিই হচ্ছেন বাস্তব সত্য। বুদ্ধির বিভিন্ন স্তর অনুসারে মানুষ প্রত্যেক বস্তুতে ভগবানের প্রকাশের মাধ্যমে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে। সমগ্র জগৎ তিন গুণের দ্বারা ব্যাপ্ত এবং মানুষ তার গুণ অনুসারে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে।

শ্লোক ৩৯

অথ হ বাব তব মহিমামৃতরসসমুদ্রবিপ্রুষা সকৃদবলীঢ়য়া স্বমনসি নিষ্যন্দমানানবরতসুখেন বিস্মারিতদৃষ্টশ্রুতবিষয়সুখলেশাভাসাঃ পরমভাগবতা একান্তিনো ভগবতি সর্বভূতপ্রিয়সুহৃদি সর্বাত্মনি নিতরাং নিরন্তরং নির্বৃতমনসঃ কথমু হ বা এতে মধুমথন পুনঃ স্বার্থকুশলা হ্যাত্মপ্রিয়সুহৃদঃ সাধবস্ত্বচ্চরণাম্বুজানুসেবাং বিসৃজন্তি ন যত্র পুনরয়ং সংসারপর্যাবর্তঃ ॥ ৩৯ ॥

অথ হ—অতএব; **বাব**—বস্তুত; **তব**—আপনার; **মহিম**—মহিমা; **অমৃত**—অমৃত; **রস**—রস; **সমুদ্র**—সমুদ্রের; **বিপ্রুষা**—বিন্দু; **সকৃৎ**—কেবল একবার; **অবলীঢ়য়া**—আস্বাদিত; **স্ব-মনসি**—তাঁর মনে; **নিষ্যন্দমান**—প্রবাহিত; **অনবরত**—নিরন্তর; **সুখেন**—দিব্য আনন্দে; **বিস্মারিত**—বিস্মৃত; **দৃষ্ট**—জড় দৃষ্টিতে; **শ্রুত**—ধ্বনি; **বিষয়-সুখ**—জড় সুখের; **লেশ-আভাসাঃ**—এক অতি নগণ্য অংশের অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব; **পরম-ভাগবতাঃ**—মহান ভক্তগণ; **একান্তিনঃ**—ভগবানের প্রতি একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাপরায়ণ; **ভগবতি**—ভগবানে; **সর্ব-ভূত**—সমস্ত জীবেদের; **প্রিয়**—প্রিয়তম; **সুহৃদি**—বন্ধু; **সর্ব-**

আত্মনি—সকলের অন্তর্যামী পরমাত্মা; **নিতরাম্**—সম্পূর্ণরূপে; **নিরন্তরম্**—নিরন্তর; **নির্বৃত**—সুখে; **মনসঃ**—যাঁদের মন; **কথম্**—কিভাবে; **উ হ**—তা হলে; **বা**—অথবা; **এতে**—এই সমস্ত; **মধু-মথন**—হে মধুসূদন; **পুনঃ**—পুনরায়; **স্ব-অর্থ-কুশলাঃ**—যাঁরা জীবনের প্রকৃত অর্থ সাধনে নিপুণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আত্ম-প্রিয়-সুহৃদঃ**—যাঁরা পরমাত্মারূপে আপনাকে তাঁদের পরম প্রিয় সুহৃদরূপে গ্রহণ করেছেন; **সাধবঃ**—ভক্তগণ; **ত্বৎ-চরণ-অম্বুজ-অনুসেবাম্**—আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা; **বিসৃজন্তি**—ত্যাগ করতে পারেন; **ন**—না; **যত্র**—যাতে; **পুনঃ**—পুনরায়; **অয়ম্**—এই; **সংসার-পর্যাবর্তঃ**—এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর চক্র।

অনুবাদ

অতএব, হে মধুসূদন, যাঁরা আপনার মহিমা সমুদ্রের এক বিন্দু অমৃত আস্বাদন করেছেন, তাঁদের মনে নিরন্তর আনন্দের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। এই প্রকার মহান ভক্ত মায়িক দৃষ্টি এবং শ্রুতিজাত বিষয় সুখের আভাস বিস্মৃত হন। সমস্ত বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত এই মহাভাগবতেরা সমস্ত জীবের প্রকৃত সুহৃদ। তাঁদের মন সর্বতোভাবে আপনাতে নিবেদন করে এবং চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করে তাঁরা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে নিপুণ। হে ভগবান, আপনি এই ভক্তদের পরম আত্মা এবং পরম সুহৃদ, যাঁরা কখনও এই জড় জগতে ফিরে আসেন না। তাঁরা কিভাবে আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা পরিত্যাগ করতে পারেন?

তাৎপর্য

অভক্তেরা যদিও তাদের অল্প জ্ঞান এবং জল্পনা-কল্পনার অভ্যাসের ফলে ভগবানকে জানতে পারে না, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত একবার মাত্র ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অমৃত আস্বাদন করার ফলে, ভগবদ্ভক্তির দিব্য আনন্দ উপলব্ধি করতে পারেন। ভগবদ্ভক্ত জানেন যে, কেবলমাত্র ভগবানের সেবা সম্পাদন করার ফলে, তিনি সকলের সেবা করছেন। তাই ভগবদ্ভক্তই সমস্ত জীবের প্রকৃত সুহৃদ। শুদ্ধ ভক্তই কেবল সমস্ত বদ্ধ জীবেদের মঙ্গলের জন্য ভগবানের মহিমা প্রচার করতে পারেন।

শ্লোক ৪০

ত্রিভুবনাত্মভবন ত্রিবিক্রম ত্রিনয়ন ত্রিলোকমনোহরানুভাব তবৈব বিভূতয়ো দিতিজদনুজাদয়শ্চাপি তেষামুপক্রমসময়োহয়মিতি স্বাত্মমায়য়া সুরনরমৃগমিশ্রিতজলচরাকৃতিভির্যথাপরাধং দণ্ডং দন্তধর দধর্থ এবমেনমপি ভগবঞ্জহি ত্বাষ্ট্রমুত যদি মন্যসে ॥ ৪০ ॥

ত্রি-ভুবন-আত্ম-ভবন—হে ভগবান, আপনি ত্রিভুবনের আশ্রয়, কারণ আপনি ত্রিভুবনের পরমাত্মা; **ত্রি-বিক্রম**—হে ভগবান, আপনি বামনরূপে ত্রিভুবন জুড়ে আপনার বিক্রম এবং ঐশ্বর্য বিস্তার করেছিলেন; **ত্রি-নয়ন**—হে ত্রিভুবনের পালনকর্তা এবং দ্রষ্টা; **ত্রিলোক-মনোহর-অনুভাব**—হে ত্রিভুবনে মনোহররূপে প্রতীয়মান; **তব**—আপনার; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বিভূতয়ঃ**—শক্তির বিস্তার; **দিতিজ-দনুজ-আদয়ঃ**—দিতি এবং দনুর পুত্র দৈত্য এবং দানবেরা; **চ**—এবং; **অপি**—(মানুষ)ও; **তেষাম্**—তাদের সকলের; **উপক্রম-সময়ঃ**—অভ্যুত্থানের সময়; **অয়ম্**—এই; **ইতি**—এইভাবে; **স্ব-আত্ম-মায়য়া**—আপনার আত্মমায়ার দ্বারা; **সুর-নর-মৃগ-মিশ্রিত-জলচর-আকৃতিভিঃ**—দেবতা, মনুষ্য, পশু, মিশ্র এবং জলচর রূপে (বামন, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, নৃসিংহ, মৎস্য, কূর্ম আদি অবতার); **যথা-অপরাধম্**—তাদের অপরাধ অনুসারে; **দণ্ডম্**—দণ্ড; **দণ্ড-ধর**—হে পরম দণ্ডদাতা; **দধর্ষ**—আপনি ফল প্রদান করেন; **এবম্**—এই প্রকার; **এনম্**—এই (বৃত্রাসুর); **অপি**—ও; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **জহি**—হত্যা করুন; **ত্বাষ্ট্রম্**—ত্বষ্টার পুত্রকে; **উত**—বস্তুত; **যদি মন্যসে**—যদি আপনি যথাযথ মনে করেন।

অনুবাদ

হে ভগবান, হে ত্রিভুবন-স্বরূপ, ত্রিভুবনের জনক! হে বামন রূপধারী ত্রিবিক্রম! হে নৃসিংহদেবরূপী ত্রিনয়ন! হে ত্রিলোক মনোহর! মনুষ্য, দৈত্য, দানব, সকলেই আপনার শক্তির প্রকাশ। হে পরম শক্তিমান, অসুরেরা যখন অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন তাদের দণ্ড দান করার জন্য আপনি বিভিন্নরূপে সর্বদা অবতরণ করেন। আপনি বামনদেব, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি কখনও কখনও বরাহ আদি পশুরূপে আবির্ভূত হন, কখনও নৃসিংহদেব এবং হয়গ্রীব—এই মিশ্ররূপে আবির্ভূত হন এবং কখনও মৎস্য, কূর্ম আদি জলচররূপে আবির্ভূত হন। এইভাবে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আপনি সর্বদা অসুর এবং দানবদের দণ্ড দান করেন। আমরা তাই আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি পুনরায় আবির্ভূত হন এবং যদি উপযুক্ত মনে করেন, তা হলে বৃত্রাসুরকে সংহার করুন।

তাৎপর্য

সকাম এবং *অকাম* ভেদে দুই প্রকার ভক্ত রয়েছে। শুদ্ধ ভক্তেরা *অকাম*, কিন্তু স্বর্গের দেবতারা *সকাম* ভক্ত, কারণ তাঁরা জড় ঐশ্বর্য ভোগ করতে চান। তাঁদের

পুণ্যকর্মের ফলে সকাম ভক্তেরা উচ্চতর লোকে উন্নীত হন, কিন্তু তাঁদের অন্তরে জড় ঐশ্বর্য ভোগ করার বাসনা থাকে। সকাম ভক্তেরা কখনও কখনও দানব এবং রাক্ষসদের দ্বারা উৎপীড়িত হন, কিন্তু ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁদের রক্ষা করার জন্য অবতরণ করেন। ভগবানের অবতারেরা এতই শক্তিশালী যে, বামনদেব তাঁর দুই পদবিক্ষেপের দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছাদিত করেছিলেন এবং তাই তাঁর তৃতীয় পদ রাখার আর কোন স্থান ছিল না। ভগবানকে বলা হয় ত্রিবিক্রম, কারণ তিনি কেবল তিনটি পদবিক্ষেপের দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করে তাঁর বিক্রম প্রদর্শন করেছিলেন।

সকাম ভক্ত এবং অকাম ভক্তদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, দেবতা আদি সকাম ভক্তেরা যখন বিপদে পড়েন, তখন তাঁরা উদ্ধারের জন্য ভগবানের শরণাগত হন, কিন্তু অকাম ভক্তেরা পরম বিপদেও তাঁদের নিজেদের স্বার্থে ভগবানকে বিরক্ত করেন না। অকাম ভক্ত যদি দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেন, তিনি মনে করেন যে, সেটি তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল এবং তিনি নীরবে সেই কর্মফল ভোগ করতে প্রস্তুত থাকেন। তিনি কখনও ভগবানকে বিরক্ত করতে চান না। সকাম ভক্ত বিপদে পড়া মাত্রই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁদের পুণ্যবান বলে মনে করা হয়, কারণ তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৮) বলা হয়েছে—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও ভক্ত ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে থাকেন এবং অধিক উৎসাহ সহকারে তাঁর সেবা করতে থাকেন। এইভাবে ভগবদ্ভক্তিতে সুদৃঢ়ভাবে নিষ্ঠাপরায়ণ হওয়ার ফলে, তাঁরা নিঃসন্দেহে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার যোগ্য হন। সকাম ভক্তেরা অবশ্য তাঁদের প্রার্থনা অনুসারে ভগবানের কাছ থেকে তাঁদের বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন, কিন্তু তাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার যোগ্য হন না। এখানে দ্রষ্টব্য যে, ভগবান বিষ্ণু তাঁর বিভিন্ন অবতারে সর্বদা তাঁর ভক্তদের রক্ষা করেন। শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—*বিবিধং ভাবপাত্রত্বাৎ সর্বে বিষ্ণোর্বিভূতয়ঃ* । শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*)। অন্য সমস্ত অবতারেরা বিষ্ণু থেকে প্রকাশিত হন।

শ্লোক ৪১

অস্মাকং তাবকানাং তততত নতানাং হরে তব চরণনলিনযুগলধ্যানানুবদ্ধ-হৃদয়নিগড়ানাং স্বলিঙ্গবিবরণেনাত্মসাৎকৃতানামনুকম্পানুরঞ্জিতবিশদ-রুচিরশিশিরস্মিতাবলোকেন বিগলিতমধুরমুখরসামৃতকলয়া চান্তস্তাপমনঘার্হসি শময়িতুম্ ॥ ৪১ ॥

অস্মাকম্—আমাদের; **তাবকানাম্**—যাঁরা সর্বতোভাবে আপনার উপর নির্ভরশীল; **তত-তত**—হে পিতামহ; **নতানাম্**—যাঁরা পূর্ণরূপে আপনার শরণাগত; **হরে**—হে হরি; **তব**—আপনার; **চরণ**—পায়ে; **নলিন-যুগল**—দুটি নীলপদ্মের মতো; **ধ্যান**—ধ্যানের দ্বারা; **অনুবদ্ধ**—বদ্ধ; **হৃদয়**—হৃদয়; **নিগড়ানাম্**—শৃঙ্খলিত; **স্ব-লিঙ্গ-বিবরণেন**—আপনার স্বীয় রূপ প্রকাশ করে; **আত্মসাৎ-কৃতানাম্**—যাদের আপনি নিজজন বলে গ্রহণ করেছেন; **অনুকম্পা**—করুণার দ্বারা; **অনুরঞ্জিত**—রঞ্জিত হয়ে; **বিশদ**—উজ্জ্বল; **রুচির**—অত্যন্ত মনোহর; **শিশির**—শীতল; **স্মিত**—মৃদুমন্দ হাস্যযুক্ত; **অবলোকেন**—আপনার দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **বিগলিত**—অনুকম্পার দ্বারা বিগলিত; **মধুর-মুখ-রস**—আপনার মুখের অত্যন্ত মধুর বাণী; **অমৃত-কলয়া**—অমৃতবিন্দুর দ্বারা; **চ**—এবং; **অন্তঃ**—আমাদের হৃদয়ে; **তাপম্**—গভীর বেদনা; **অনঘ**—হে পরম পবিত্র; **অর্হসি**—আপনি যোগ্য; **শময়িতুম্**—প্রশমিত করতে।

অনুবাদ

হে পরম রক্ষক, হে পিতামহ, হে পরম পবিত্র ভগবান! আমরা সকলে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত আত্মা। আপনার চরণারবিন্দ-যুগলের ধ্যানে আমাদের চিত্ত প্রেমরূপ শৃঙ্খলের দ্বারা শৃঙ্খলিত। আপনি কৃপাপূর্বক অবতাররূপে নিজেকে প্রকাশিত করুন। আমাদের আপনার নিত্য দাস এবং ভক্ত বলে গ্রহণ করে, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদেরকে অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। আপনার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা, শীতল করুণাঘন হাসির দ্বারা এবং আপনার সুন্দর মুখ থেকে নিঃসৃত অমৃত মধুর বাণীর দ্বারা আমাদের বৃত্রভয়জনিত হৃদয়ের সমস্ত বেদনা প্রশমিত করুন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাকে দেবতাদের পিতা বলে মনে করা হয়, কিন্তু কৃষ্ণ বা বিষ্ণু হচ্ছেন ব্রহ্মার পিতা, কারণ ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল ভগবানের নাভিপদ্ম থেকে।

শ্লোক ৪২

অথ ভগবংস্তবাস্মাভিরখিলজগদুৎপত্তিস্থিতিলয়নিমিত্তায়মানদিব্য-মায়াবিনোদস্য সকলজীবনিকায়ানামন্তর্হৃদয়েষু বহিরপি চ ব্রহ্মপ্রত্যগাত্ম-স্বরূপেণ প্রধানরূপেণ চ যথাদেশকালদেহাবস্থানবিশেষং তদুপাদানো-পলম্ভকতয়ানুভবতঃ সর্বপ্রত্যয়সাক্ষিণ আকাশশরীরস্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ কিয়ানিহ বার্থবিশেষো বিজ্ঞাপনীয়ঃ স্যাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাদিভিরিব হিরণ্যরেতসঃ ॥ ৪২ ॥

অথ—অতএব; **ভগবন্**—হে ভগবান; **তব**—আপনার; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **অখিল**—সমগ্র; **জগৎ**—জড় জগৎ; **উৎপত্তি**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **লয়**—এবং সংহারের; **নিমিত্তায়মান**—কারণ হওয়ার ফলে; **দিব্য-মায়া**—চিৎ-শক্তির দ্বারা; **বিনোদস্য**—বিলাস-পরায়ণ আপনার; **সকল**—সমস্ত; **জীব-নিকায়ানাম্**—জীবসমূহের; **অন্তঃ-হৃদয়েষু**—হৃদয়ের অভ্যন্তরে; **বহিঃ অপি**—বাইরেও; **চ**—এবং; **ব্রহ্ম**—নির্বিশেষ ব্রহ্মের অথবা পরমতত্ত্বের; **প্রত্যক্-আত্ম**—পরমাত্মার; **স্বরূপেন**—আপনার স্বরূপের দ্বারা; **প্রধান-রূপেণ**—বহিরঙ্গা প্রকৃতিরূপে; **চ**—ও; **যথা**—অনুসারে; **দেশ-কাল-দেহ-অবস্থান**—দেশ, কাল, দেহ এবং অবস্থার; **বিশেষম্**—বিশেষ; **তৎ**—তাদের; **উপাদান**—উপাদান কারণের; **উপলম্ভকতয়া**—প্রকাশকরূপে; **অনুভবতঃ**—সাক্ষী হয়ে; **সর্ব-প্রত্যয়-সাক্ষিণঃ**—বিভিন্ন কার্যকলাপের সাক্ষী; **আকাশ-শরীরস্য**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **পর-ব্রহ্মণঃ**—পরব্রহ্ম; **পরমাত্মনঃ**—পরমাত্মা; **কিয়ান্**—কত দূর পর্যন্ত; **ইহ**—এখানে; **বা**—অথবা; **অর্থ-বিশেষঃ**—বিশেষ প্রয়োজন; **বিজ্ঞাপনীয়ঃ**—জানাবার যোগ্য; **স্যাৎ**—হতে পারে; **বিস্ফুলিঙ্গ-আদিভিঃ**—অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দ্বারা; **ইব**—সদৃশ; **হিরণ্য-রেতসঃ**—আদি অগ্নিকে।

অনুবাদ

হে ভগবান, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন সমগ্র অগ্নির কার্য করতে পারে না, তেমনই আপনার অংশস্বরূপ আমরা আপনাকে আমাদের জীবনের আবশ্যকতাগুলি জানাতে অক্ষম। আপনি পূর্ণ ব্রহ্ম। তাই আপনাকে আমরা কি জানাতে পারি? আপনি সব কিছুই জানেন, কারণ আপনি সর্বকারণের পরম কারণ, সমগ্র জগতের পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা। আপনি সর্বদা আপনার চিৎশক্তিতে এবং জড় শক্তিতে লীলা-বিলাস করেন, কারণ আপনিই এই সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা। আপনি সমস্ত জীবের এবং জড় জগতের অন্তরে বিরাজ করেন এবং বাইরেও বিরাজ

করেন। আপনি অন্তরে পরব্রহ্মরূপে এবং বাইরে জড় সৃষ্টির উপাদানরূপে বিরাজ করেন। তাই যদিও আপনি বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন শরীরে প্রকট হন, তবু আপনি সর্বকারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান। বস্তুতপক্ষে আপনিই মূলতত্ত্ব। আপনি সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী, কিন্তু আপনি যেহেতু আকাশের মতো সর্বব্যাপ্ত, তাই কেউই আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। পরব্রহ্ম এবং পরমাত্মারূপে আপনিই সব কিছুর সাক্ষী। হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনার অজ্ঞাত কিছুই নেই।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্ব তিন রূপে উপলব্ধ হয়—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান (*ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে*)। পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্ম এবং পরমাত্মার কারণ। পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ রূপ ব্রহ্ম হচ্ছে সর্বব্যাপ্ত এবং পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, কিন্তু ভগবান যিনি তাঁর ভক্তদের দ্বারা আরাধ্য হন, তিনিই সর্বকারণের পরম কারণ। শুদ্ধ ভক্ত জানেন যে, যেহেতু ভগবানের অজ্ঞাত কিছুই নেই, তাই তাঁর সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে তাঁকে জানাবার কোন আবশ্যকতা নেই। শুদ্ধ ভক্ত জানেন যে, জড়-জাগতিক কোন কিছুর আবশ্যকতার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন নেই। তাই বৃত্রাসুরের আক্রমণজনিত দুঃখ থেকে উদ্ধারের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার জন্য দেবতারা ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন। নবীন ভক্তেরা দুঃখ-দুর্দশা থেকে অথবা দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার লাভের জন্য অথবা ভগবানের প্রতি জিজ্ঞাসু হয়ে ভগবানের শরণাগত হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৬) উল্লেখ করা হয়েছে যে, চার প্রকার সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন—আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত জানেন যে, ভগবান যেহেতু সর্বব্যাপ্ত এবং সর্বজ্ঞ, তাই ব্যক্তিগত লাভের জন্য তাঁর পূজা করার অথবা তাঁকে প্রার্থনা নিবেদন করার কোন আবশ্যকতা নেই। শুদ্ধ ভক্ত কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা না করে সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। ভগবান সর্বত্র বিরাজমান এবং তিনি তাঁর ভক্তের আবশ্যকতা জানেন, তাই তাঁর কাছে জড়-জাগতিক লাভের জন্য প্রার্থনা জানিয়ে তাঁকে বিরক্ত করার কোন প্রয়োজন হয় না।

শ্লোক ৪৩

অত এব স্বয়ং তদুপকল্পয়াস্মাকং ভগবতঃ পরমগুরোস্তব চরণশতপলাশ-চ্ছায়াং বিবিধবৃজিনসংসারপরিশ্রমোপশমনীমুপসৃতানাং বয়ং যৎকামেনো-পসাদিতাঃ ॥ ৪৩ ॥

অত এব—সুতরাং; **স্বয়ম্**—আপনি স্বয়ং; **তৎ**—তা; **উপকল্পয়**—দয়া করে আপনি আয়োজন করুন; **অস্মাকম্**—আমাদের; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **পরম-গুরোঃ**—পরম গুরু; **তব**—আপনার; **চরণ**—চরণের; **শত-পলাশৎ**—শতদল পদ্মসদৃশ; **ছায়াম্**—ছায়া; **বিবিধ**—বিবিধ; **বৃজিন**—ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সমন্বিত; **সংসার**—এই বদ্ধ জীবনের; **পরিশ্রম**—বেদনা; **উপশমনীম্**—উপশম করে; **উপসৃতানাম্**—যে ভক্তেরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছে; **বয়ম্**—আমরা; **যৎ**—যে জন্য; **কামেন**—বাসনার দ্বারা; **উপসাদিতাঃ**—যার ফলে আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে এসেছি।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সর্বজ্ঞ, তাই আপনি ভালভাবেই জানেন, কেন আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছি, যে পাদপদ্মের ছায়া সমস্ত জড়-জাগতিক ক্লেশের উপশম করে। যেহেতু আপনি পরম গুরু এবং আপনি সব কিছুই জানেন, তাই আমরা আপনার উপদেশের জন্য আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। দয়া করে আপনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা নিবৃত্তি সাধন করে আমাদের শান্তি প্রদান করুন। আপনার শ্রীপাদপদ্মই শরণাগত ভক্তের একমাত্র আশ্রয় এবং এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের একমাত্র উপায়।

তাৎপর্য

ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ মানুষের একমাত্র প্রয়োজন। তা হলে সমস্ত জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি হবে, ঠিক যেমন বিশাল বৃক্ষের ছায়ায় এলে আপনা থেকেই প্রখর সূর্যের তাপের উপশম হয়। তাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মই বদ্ধ জীবের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করে বদ্ধ জীব জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ৪৪

অথো ঈশ জহি ত্বাষ্ট্রং গ্রসন্তং ভুবনত্রয়ম্ ।
গ্রস্তানি যেন নঃ কৃষ্ণ তেজাংস্যস্ত্রায়ুধানি চ ॥ ৪৪ ॥

অথো—অতএব; **ঈশ**—হে পরমেশ্বর; **জহি**—সংহার করুন; **ত্বাষ্ট্রম্**—ত্বষ্টার পুত্র বৃত্রাসুরকে; **গ্রসন্তম্**—যে গ্রাস করছে; **ভুবন-ত্রয়ম্**—ত্রিভুবন; **গ্রস্তানি**—গ্রাস করেছে; **যেন**—যার দ্বারা; **নঃ**—আমাদের; **কৃষ্ণ**—হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **তেজাংসি**—সমস্ত তেজ এবং শক্তি; **অস্ত্র**—অস্ত্র; **আয়ুধানি**—এবং অন্যান্য আয়ুধ; **চ**—ও।

অনুবাদ

অতএব, হে পরমেশ্বর, হে শ্রীকৃষ্ণ, ত্বষ্টানন্দন এই ভয়ঙ্কর বৃত্রাসুরকে আপনি সংহার করুন, যে আমাদের অস্ত্র, আয়ুধ এবং তেজরাশি গ্রাস করেছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/১৫-১৬) ভগবান বলেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন ।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

"মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারী কখনও আমার শরণাগত হয় না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী—এই চার প্রকার পুণ্যকর্মা ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করেন।"

যে চার প্রকার নব্য ভক্ত জড় উদ্দেশ্য নিয়ে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়, তারা শুদ্ধ ভক্ত নয়, কিন্তু এই প্রকার জড় উদ্দেশ্য-পরায়ণ ভক্তদেরও লাভ এই যে, এক সময় তারা এই জড় বাসনা পরিত্যাগ করে শুদ্ধ হবে। দেবতারা যখন সম্পূর্ণরূপে অসহায় হন, তখন তাঁরা অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভগবানের শরণাগত হয়ে, তাঁর চরণে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করতে থাকেন, এবং এইভাবে তাঁরা জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে প্রায় শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হন। তাঁরা তখন স্বীকার করেন যে, অসীম ঐশ্বর্যের ফলে তাঁরা শুদ্ধ ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করতে ভুলে গেছেন। তখন তাঁরা পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত হন এবং ভগবান তাঁদের রক্ষা করবেন না সংহার করবেন, সেই বিচার তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর ছেড়ে দেন। এই প্রকার শরণাগতির প্রয়োজন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন, *মারবি রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা*—"হে ভগবান, আমি সর্বতোভাবে আপনার

শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়েছি। এখন আপনি আমাকে রক্ষা করবেন না সংহার করবেন তা নির্ভর করছে আপনার ইচ্ছার উপরে। আমার প্রতি আপনার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।"

শ্লোক ৪৫

হংসায় দহ্রনিলয়ায় নিরীক্ষকায়
কৃষ্ণায় মৃষ্টযশসে নিরুপক্রমায় ।
সৎসংগ্রহায় ভবপান্থনিজাশ্রমাপ্তা-
বন্তে পরীষ্টগতয়ে হরয়ে নমস্তে ॥ ৪৫ ॥

হংসায়—পরম পবিত্রকে (*পবিত্রং পরমম্*); **দহ্র**—হৃদয়ের অন্তঃস্থলে; **নিলয়ায়**—যাঁর ধাম; **নিরীক্ষকায়**—জীবাত্মার কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করে; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণের অংশ পরমাত্মাকে; **মৃষ্ট-যশসে**—যাঁর যশ অত্যন্ত উজ্জ্বল; **নিরুপক্রমায়**—যাঁর আদি নেই; **সৎ-সংগ্রহায়**—যাঁকে কেবল শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই জানা যায়; **ভব-পান্থ-নিজ-আশ্রম-আপ্তৌ**—এই জড় জগতে শ্রীকৃষ্ণের শরণ প্রাপ্ত হয়েছেন যে ব্যক্তি; **অন্তে**—অন্তিম সময়ে; **পরীষ্ট-গতয়ে**—জীবনের চরম লক্ষ্য যিনি তাঁকে; **হরয়ে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

হে ভগবান, হে পরম পবিত্র, আপনি সকলের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজ করে বদ্ধ জীবেদের সমস্ত বাসনা এবং কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করেন। হে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আপনার যশ অত্যন্ত উজ্জ্বল। আপনার আদি নেই, কারণ আপনি সব কিছুর আদি। শুদ্ধ ভক্তেরা সেই কথা জানেন, কারণ যাঁরা শুদ্ধ এবং সত্যনিষ্ঠ, তাঁরা অনায়াসে আপনাকে লাভ করতে পারেন। বদ্ধ জীবেরা যখন কোটি কোটি বছর ধরে এই জড় জগতে ভ্রমণ করার পর মুক্ত হয়ে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁরা জীবনের পরম সাফল্য লাভ করেন। তাই, হে ভগবান, আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

দেবতারা বস্তুত তাঁদের সঙ্কট থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এখন তাঁরা সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত

হয়েছেন, কারণ যদিও শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবিষ্ণুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তবু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করবার জন্য (*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*) তাঁর বাসুদেবরূপে অবতরণ করেন। অসুরেরা অথবা নাস্তিকেরা সর্বদাই দেবতাদের বা ভক্তদের উৎপীড়ন করে, তাই শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত নাস্তিক এবং অসুরদের দণ্ডদান করার জন্য এবং তাঁর ভক্তদের বাসনা পূরণ করার জন্য অবতরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুর আদি কারণ হওয়ার ফলে, তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ। যদিও ভগবানের বিভিন্ন রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তবু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বিষ্ণু এবং নারায়ণেরও ঊর্ধ্বে। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৬) বলা হয়েছে—

দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্মা ।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুরূপে নিজেকে বিস্তার করেন, ঠিক যেভাবে একটি প্রদীপ আর একটি প্রদীপকে প্রজ্বলিত করে। যদিও এক প্রদীপের সঙ্গে আর এক প্রদীপের দীপ্তির কোন পার্থক্য নেই, তবু যে প্রদীপটি থেকে অন্য প্রদীপগুলি জ্বালানো হয়েছিল, সেই আদি প্রদীপটির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের তুলনা করা হয়।

এখানে *মৃষ্টযশসে* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য বিখ্যাত। যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য সব কিছু ত্যাগ করেছেন এবং যাঁর একমাত্র আশ্রয় হচ্ছেন কৃষ্ণ, তাঁকে বলা হয় *অকিঞ্চন*।

কুন্তী দেবী তাঁর প্রার্থনায় ভগবানকে *অকিঞ্চনবিত্ত* বা ভক্তের সম্পদ বলে সম্বোধন করেছেন। যাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত, তাঁরা চিৎ-জগতে উন্নীত হন, যেখানে তাঁরা সাযুজ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি এবং সামীপ্য—এই পাঁচ প্রকার মুক্তি লাভ করেন। তাঁরা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য—এই পাঁচটি রসে ভগবানের সঙ্গ করেন। এই রসগুলি শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, আদি রস হচ্ছে মাধুর্য প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন শুদ্ধ এবং চিন্ময় মাধুর্য প্রেমের উৎস।

শ্লোক ৪৬

শ্রীশুক উবাচ

অথৈবমীড়িতো রাজন্ সাদরং ত্রিদশৈর্হরিঃ ।
স্বমুপস্থানমাকর্ণ্য প্রাহ তানভিনন্দিতঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—তারপর; **এবম্**—এইভাবে; **ঈড়িতঃ**—পূজিত হয়ে; **রাজন্**—হে রাজন্; **স-আদরম্**—শ্রদ্ধা সহকারে; **ত্রি-দশৈঃ**—স্বর্গের সমস্ত দেবতাদের দ্বারা; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্বম্ উপস্থানম্**—তাঁর মহিমা কীর্তনকারী প্রার্থনা; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **প্রাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **তান্**—তাঁদের (দেবতাদের); **অভিনন্দিতঃ**—প্রসন্ন হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবতারা যখন ভগবানকে এইভাবে ঐকান্তিক প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, তখন ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তা শ্রবণ করেছিলেন। প্রসন্ন হয়ে তিনি তখন দেবতাদের বলেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

শ্রীভগবানুবাচ

প্রীতোঽহং বঃ সুরশ্রেষ্ঠা মদুপস্থানবিদ্যয়া ।
আত্মৈশ্বর্যস্মৃতিঃ পুংসাং ভক্তিশ্চৈব যয়া ময়ি ॥ ৪৭ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন; **অহম্**—আমি; **বঃ**—তোমাদের প্রতি; **সুর-শ্রেষ্ঠাঃ**—হে শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ; **মৎ-উপস্থান-বিদ্যয়া**—আমার উদ্দেশ্যে যে জ্ঞানগর্ভ স্তুতি নিবেদন করেছ; **আত্ম-ঐশ্বর্য-স্মৃতিঃ**—আমার (ভগবানের) দিব্য স্থিতির স্মৃতি; **পুংসাম্**—মানুষদের; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **চ**—এবং; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **যয়া**—যার দ্বারা; **ময়ি**—আমাকে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে প্রিয় দেবতাগণ, তোমরা যে আমার উদ্দেশ্যে জ্ঞানগর্ভ স্তুতি নিবেদন করেছ, তাতে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। এই জ্ঞানের প্রভাবেই মুক্তি লাভ হয় এবং আমার প্রতি ঐশ্বর্যময় স্মৃতির উদয় হয়। তখন সে জড় জগতের অতীত আমার দিব্য পদ উপলব্ধি করতে পারে। এই প্রকার ভক্ত পূর্ণ জ্ঞানে আমার স্তব করার ফলে পূর্ণরূপে পবিত্র হয়। এটিই আমার ভক্তির উৎস।

তাৎপর্য

ভগবানের আর এক নাম *উত্তমশ্লোক*, অর্থাৎ বিশেষ শ্লোকের দ্বারা তাঁর বর্ণনা করা হয়। ভক্তি মানে হচ্ছে *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*, অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করা। নির্বিশেষবাদীরা শুদ্ধ হতে পারে না, কারণ তারা ভগবানের বন্দনা করে না বা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে না। যদিও তারা কখনও কখনও প্রার্থনা করে, কিন্তু সেই প্রার্থনা ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় না। নির্বিশেষবাদীরা কখনও কখনও ভগবানকে নামহীন বলে সম্বোধন করে তাদের অপূর্ণ জ্ঞান প্রদর্শন করে। তারা সর্বদা "আপনি এই, আপনি সেই," বলে পরোক্ষভাবে প্রার্থনা নিবেদন করে। কিন্তু তারা যে কার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করছে, তা তারা জানে না। ভক্ত কিন্তু সর্বদা সবিশেষ ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেন। ভক্ত বলেন, *গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*—"গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" এটিই প্রার্থনা করার পন্থা। কেউ যদি ভগবানের উদ্দেশ্যে এইভাবে প্রার্থনা করেন, তা হলে তিনি শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ৪৮

কিং দুরাপং ময়ি প্রীতে তথাপি বিবুধর্ষভাঃ ।
ময্যেকান্তমতির্নান্যন্মত্তো বাঞ্ছতি তত্ত্ববিৎ ॥ ৪৮ ॥

কিম্—কি; **দুরাপম্**—দুর্লভ; **ময়ি**—যখন আমি; **প্রীতে**—প্রসন্ন হই; **তথাপি**—তবু; **বিবুধ-ঋষভাঃ**—হে বুদ্ধিমান দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **ময়ি**—আমাতে; **একান্ত**—ঐকান্তিকভাবে নিষ্ঠাপরায়ণ; **মতিঃ**—যার মন; **ন অন্যৎ**—অন্য কোন কিছুতে নয়; **মত্তঃ**—আমার থেকে; **বাঞ্ছতি**—বাসনা করে; **তত্ত্ব-বিৎ**—তত্ত্বজ্ঞানী।

অনুবাদ

হে বিবুধ শ্রেষ্ঠগণ, এই কথা যদিও সত্য যে, আমি প্রসন্ন হলে কোন বস্তুই দুর্লভ থাকে না, তবু আমার অনন্য ভক্ত যার মন সর্বতোভাবে আমাতে একনিষ্ঠ হয়েছে, সে আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ ব্যতীত অন্য কিছুই আমার কাছে প্রার্থনা করে না।

তাৎপর্য

দেবতারা ভগবানের প্রতি তাঁদের স্তব সমাপ্ত করে, তাঁদের শত্রু বৃত্রাসুর বধের জন্য উৎকণ্ঠা সহকারে প্রতীক্ষা করছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, দেবতারা শুদ্ধ ভক্ত নন। ভগবান যদি প্রসন্ন হন, তা হলে যদিও সব কিছু অনায়াসে লাভ করা যায়, তবু দেবতারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের পর জড়-জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। ভগবান চেয়েছিলেন যে, দেবতারা যেন তাঁর প্রতি অনন্য ভক্তি লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁরা চেয়েছিলেন যেন তাঁদের শত্রুর বিনাশ হয়। এটিই শুদ্ধ ভক্ত এবং প্রাকৃত ভক্তের মধ্যে পার্থক্য। দেবতারা যে তাঁর কাছে শুদ্ধ ভক্তি প্রার্থনা করেননি, সেই জন্য ভগবান পরোক্ষভাবে অনুতাপ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৯

ন বেদ কৃপণঃ শ্রেয় আত্মনো গুণবস্তুদৃক্ ।
তস্য তানিচ্ছতো যচ্ছেদ্ যদি সোঽপি তথাবিধঃ ॥ ৪৯ ॥

ন—না; **বেদ**—জানে; **কৃপণঃ**—কৃপণ জীব; **শ্রেয়ঃ**—চরম আবশ্যকতা; **আত্মনঃ**—আত্মার; **গুণ-বস্তু-দৃক্**—জড়া প্রকৃতির গুণজাত বস্তুর প্রতি যে আকৃষ্ট; **তস্য**—তার; **তান্**—জড়া প্রকৃতিজাত বস্তু; **ইচ্ছতঃ**—কামনা করে; **যচ্ছেৎ**—প্রদান করে; **যদি**—যদি; **সঃ অপি**—সেও; **তথা-বিধঃ**—সেই প্রকার (মূর্খ কৃপণ যে তার প্রকৃত হিত সম্বন্ধে অজ্ঞ)।

অনুবাদ

যারা জড় সম্পদকেই সব কিছু বলে মনে করে অথবা তাদের জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে করে, তাদের বলা হয় কৃপণ। আত্মার পরম প্রয়োজন যে কি তা তারা জানে না। সেই প্রকার মূর্খদের যা বাঞ্ছিত, তা যদি কেউ তাদের দান করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সেও তাদেরই মতো মূর্খ।

তাৎপর্য

দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে—*কৃপণ* এবং *ব্রাহ্মণ* । যিনি ব্রহ্ম বা পরম সত্যকে জানেন এবং তার ফলে তাঁর জীবনের প্রকৃত হিতসাধন করা কিভাবে সম্ভব সেই কথা জানেন, তাঁকে বলা হয় *ব্রাহ্মণ* । আর যে ব্যক্তি দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন তাকে

বলা হয় *কৃপণ*। *কৃপণেরা* মানব-জীবন বা দেব-জীবনের সদ্ব্যবহার কি করে করতে হয় তা না জেনে, জড়া প্রকৃতিজাত বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। *কৃপণেরা* সর্বদাই জড় জাগতিক লাভের বাসনা করে, তাই তারা মূর্খ, কিন্তু *ব্রাহ্মণেরা* সর্বদা পারমার্থিক লাভের বাসনা করেন, তাই তাঁরা বুদ্ধিমান। *কৃপণ* তার প্রকৃত স্বার্থ যে কি তা না জেনে, যদি মূর্খের মতো জড়-জাগতিক বিষয় প্রার্থনা করে, তা হলে যে তাকে তা দান করে, সেও মূর্খ। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু মূর্খ নন, তিনি হচ্ছেন পরম বুদ্ধিমান। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের কাছে জড়-জাগতিক লাভের আশায় প্রার্থনা করে তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে তার বাঞ্ছিত বিষয় দান করেন না। পক্ষান্তরে, তিনি তাকে বুদ্ধি দান করেন, যাতে সে তার বিষয়-বাসনার কথা ভুলে গিয়ে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আসক্ত হয়। এই প্রকার পরিস্থিতিতে কৃপণ যদিও জড় বিষয়ের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, তবু ভগবান তার সমস্ত জড়-জাগতিক বিষয় হরণ করে, তাকে ভক্ত হওয়ার সদ্বুদ্ধি প্রদান করেন। সেই সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ২২/৩৯) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব ॥

কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির পরিবর্তে জড়-জাগতিক বিষয় লাভের আশায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, তা হলে ভগবান তার সমস্ত জড় বিষয়-সম্পত্তি অপহরণ করে নেন এবং তাকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার সদ্বুদ্ধি প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, মূর্খ শিশু যদি মায়ের কাছে বিষ চায়, তা হলে বুদ্ধিমতী মাতা নিশ্চয়ই তাকে তা দেবেন না। বিষয়ী ব্যক্তিরা জানে না যে, বিষয় হচ্ছে বিষেরই মতো, যা তাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বদাই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান। সেটিই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত স্বার্থ।

শ্লোক ৫০

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম হি ।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ ॥ ৫০ ॥

স্বয়ম্—স্বয়ং; **নিঃশ্রেয়সম্**—জীবনের পরম উদ্দেশ্য, যথা ভগবৎ প্রেমানন্দ লাভ করা; **বিৎ-বান্**—যিনি ভগবদ্ভক্তি লাভ করেছেন; **ন**—না; **বক্তি**—শিক্ষা দেন;

অজ্ঞায়—জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিকে; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ন**—না; **রাতি**—প্রদান করে; **রোগিণঃ**—রোগীকে; **অপথ্যম্**—অখাদ্য; **বাঞ্ছতঃ**—ইচ্ছুক; **অপি**—যদিও; **ভিষক্-তমঃ**—অভিজ্ঞ বৈদ্য।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ শুদ্ধ ভক্ত কখনও মূর্খ ব্যক্তিকে জড় সুখভোগের জন্য সকাম কর্মে যুক্ত হওয়ার শিক্ষা দেন না, আর তাকে সেই কর্মে সাহায্য করা তো দূরের কথা। রোগী চাইলেও অভিজ্ঞ বৈদ্য তাকে অপথ্য খেতে দেন না, এই প্রকার ভক্তও অজ্ঞ ব্যক্তিদের সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হতে দেন না।

তাৎপর্য

দেবতাদের দেওয়া বর এবং ভগবানের দেওয়া বরের মধ্যে এটিই পার্থক্য। দেবতাদের ভক্তেরা কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বর প্রার্থনা করে এবং তাই তাদের *ভগবদ্গীতায়* (৭/২০) বুদ্ধিহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

"যাদের মন জড় কামনা-বাসনার দ্বারা বিকৃত, তারা অন্য দেব-দেবীর শরণাগত হয় এবং তাদের স্বীয় স্বভাব অনুসারে নিয়ম পালন করে দেবতাদের উপাসনা করে।"

বদ্ধ জীবেরা সাধারণত তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনার ফলে বুদ্ধিহীন হয়। তারা জানে না কি বর প্রার্থনা করা উচিত। তাই শাস্ত্রে অভক্তদের জড়-জাগতিক লাভের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীদের পূজা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, কেউ যদি সুন্দরী স্ত্রী কামনা করে, তা হলে তাকে উমা বা দুর্গাদেবীর পূজা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি রোগমুক্ত হতে চায়, তা হলে তাকে সূর্যদেবের পূজা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। দেবতাদের কাছে এই সমস্ত বরলাভের প্রার্থনা কাম-বাসনা থেকে উদ্ভূত হয়। জগতের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বর প্রদানকারী সহ এই সমস্ত বর সমাপ্ত হয়ে যাবে। কেউ যদি বরলাভের জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হন, তা হলে ভগবান তাঁকে সেই বর দেবেন, যার ফলে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) ভগবান স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

যে ভক্ত নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত, ভগবান বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উপদেশ দেন কিভাবে তাঁর দেহত্যাগের পর তিনি ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারেন। ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" এটিই শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের বর। দেহত্যাগ করার পর ভক্ত তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

কোন ভক্ত মূর্খতাবশত বিষয়ভোগের বর প্রার্থনা করতে পারেন, কিন্তু ভক্তের প্রার্থনা সত্ত্বেও ভগবান তাঁকে সেই বর দান করেন না। তাই যারা অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, তারা সাধারণত শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত হয় না। পক্ষান্তরে, তারা দেবতাদের ভক্ত হয় (*কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*)। *ভগবদ্গীতায়* কিন্তু দেবতাদের বরের নিন্দা করা হয়েছে। *অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্*—"যারা অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন তারাই কেবল দেবতাদের পূজা করে, এবং তাদের সেই ফলও অত্যন্ত সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী।" যে অবৈষ্ণব ভগবানের সেবায় যুক্ত নয়, তাকে ক্ষুদ্র মস্তিষ্কসম্পন্ন মূর্খ বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৫১

মঘবন্ যাত ভদ্রং বো দধ্যঞ্চমৃষিসত্তমম্ ।
বিদ্যাব্রততপঃসারং গাত্রং যাচত মা চিরম্ ॥ ৫১ ॥

মঘবন্—হে ইন্দ্র; **যাত**—যাও; **ভদ্রম্**—সৌভাগ্য; **বঃ**—তোমাদের; **দধ্যঞ্চম্**—দধীচির কাছে; **ঋষি-সৎ-তমম্**—ঋষিশ্রেষ্ঠ; **বিদ্যা**—বিদ্যার; **ব্রত**—ব্রত; **তপঃ**—এবং তপস্যার; **সারম্**—নির্যাস; **গাত্রম্**—তাঁর দেহ; **যাচত**—ভিক্ষা কর; **মা চিরম্**—দেরি না করে।

অনুবাদ

হে মঘবন্ (ইন্দ্র), তোমাদের মঙ্গল হোক। তোমরা ঋষিশ্রেষ্ঠ দধীচির কাছে যাও। বিদ্যা, ব্রত ও তপস্যার দ্বারা তাঁর শরীর অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়েছে। অবিলম্বে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর ঐ দেহ প্রার্থনা কর।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই তাদের দেহসুখ চায়। শুদ্ধ ভক্তও আরামে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি এই প্রকার বরের আগ্রহী নন। দেবরাজ ইন্দ্র যেহেতু দেহসুখের বাসনা করছিলেন, তাই ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁকে দধ্যঞ্চের কাছে গিয়ে তাঁর দেহ ভিক্ষা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর সেই দেহ বিদ্যা, ব্রত ও তপস্যার দ্বারা অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়েছিল।

শ্লোক ৫২

স বা অধিগতো দধ্যঙ্ঙশ্বিভ্যাং ব্রহ্ম নিষ্কলম্ ।
যদ্ বা অশ্বশিরো নাম তয়োরমরতাং ব্যধাৎ ॥ ৫২ ॥

সঃ—তিনি; **বা**—নিশ্চিতভাবে; **অধিগতঃ**—লাভ করে; **দধ্যঙ্**—দধ্যঞ্চ; **অশ্বিভ্যাম্**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে; **ব্রহ্ম**—দিব্য জ্ঞান; **নিষ্কলম্**—শুদ্ধ; **যৎ বা**—যার দ্বারা; **অশ্বশিরঃ**—অশ্বশির; **নাম**—নামক; **তয়োঃ**—দুইয়ের; **অমরতাম্**—জীবন থেকে মুক্তি; **ব্যধাৎ**—প্রদান করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই দধ্যঞ্চ ঋষি, যিনি দধীচি নামেও পরিচিত, স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে সেই ব্রহ্মজ্ঞান অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দান করেছিলেন। কথিত আছে যে, দধ্যঞ্চ অশ্বশির ধারণ করে তাঁদের সেই মন্ত্র দান করেছিলেন। তাই সেই মন্ত্রকে বলা হয় অশ্বশির। দধীচির কাছ থেকে সেই মন্ত্র লাভ করে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় জীবন্মুক্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

বহু আচার্যগণ তাঁদের ভাষ্যে নিম্নলিখিত কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন—

নিশম্যাথর্বণং দক্ষং প্রবর্গ্যব্রহ্মবিদ্যয়োঃ। দধ্যঞ্চং সমুপাগম্য তমূচতুরথাশ্বিনৌ।

ভগবন্ দেহি নৌ বিদ্যামিতি শ্রুত্বা স চাব্রবীৎ। কর্মণ্যবস্থিতোঽদ্যাহং পশ্চাদ্বক্ষ্যামি গচ্ছতম্। তয়োর্নির্গতয়োরেব শক্র আগত্য তং মুনিম্। উবাচ ভিষজোর্বিদ্যাং মা বাদীরশ্বিনোর্মুনে। যদি মদ্বাক্যমুল্লঙ্ঘ্য ব্রবীষি সহসৈব তে। শিরশ্ছিন্দ্যাং ন সন্দেহ ইত্যুক্ত্বা স যযৌ হরিঃ। ইন্দ্রে গতে তথাভেত্য নাসত্যাবূচতুর্দ্বিজম্। তন্মুখাদিন্দ্রগদিতং শ্রুত্বা তাবূচতুঃ পুনঃ। আবাং তব শিরশ্ছিত্ত্বা পূর্বমশ্বস্য মস্তকম্। সন্ধাস্যাবস্ততো ব্রূহি তেন বিদ্যাং চ নৌ দ্বিজ। তস্মিন্নিন্দ্রেণ সঞ্ছিন্নে পুনঃ সন্ধায় মস্তকম্। নিজং তে দক্ষিণাং দত্ত্বা গমিষ্যাবো যথাগতম্। এতচ্ছ্রুত্বা তদোবাচ দধ্যঙ্ঙাথর্বণস্তয়োঃ প্রবর্গ্যং ব্রহ্মবিদ্যাং চ সৎকৃতোঽসত্যশঙ্কিতঃ।

মহর্ষি দধীচির সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করার পূর্ণ জ্ঞান ছিল এবং তাঁর ব্রহ্ম জ্ঞানও ছিল। তা জেনে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এক সময় তাঁর কাছে গিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনা করেন। দধীচি মুনি বলেছিলেন, "আমি এখন সকাম কর্মের যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যস্ত। তোমরা পরে এসো।" অশ্বিনীকুমারেরা চলে যাওয়ার পর দেবরাজ ইন্দ্র দধীচির কাছে গিয়ে বলেন, "হে মুনিবর, অশ্বিনীকুমারেরা হচ্ছেন কেবল বৈদ্য। দয়া করে তাদের ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করবেন না। আমার সাবধান বাণী সত্ত্বেও যদি আপনি তাদের সেই জ্ঞান দান করেন, তা হলে আমি দণ্ডস্বরূপ আপনার মস্তক ছেদন করব।" এইভাবে দধীচি মুনিকে সাবধান করে ইন্দ্র স্বর্গে ফিরে আসেন। অশ্বিনীকুমারেরা ইন্দ্রের মনোভাব বুঝতে পেরে দধীচির কাছে ব্রহ্মবিদ্যা ভিক্ষা করেন। মহর্ষি দধীচি যখন তাঁদের কাছে ইন্দ্রের সাবধান বাণীর কথা বলেন, তখন অশ্বিনীকুমারেরা তাঁকে বলেন, "আমরা আপনার মস্তক ছেদন করে, সেখানে একটি অশ্বশির স্থাপন করব। আপনি সেই অশ্বের মস্তকের মাধ্যমে আমাদের ব্রহ্মবিদ্যা দান করতে পারেন, এবং ইন্দ্র যখন এসে আপনার সেই মস্তকটি ছেদন করবে, তখন আমরা আপনার মস্তকটি পুনঃস্থাপন করব।" দধীচি যেহেতু অশ্বিনীকুমারদের ব্রহ্মবিদ্যা দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাই তাঁদের সেই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। যেহেতু দধীচি অশ্বের মুখ দিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেছিলেন, তাই এই ব্রহ্মবিদ্যাকে অশ্বশির বলা হয়।

শ্লোক ৫৩

দধ্যঙ্ঙাথর্বণস্ত্বষ্ট্রে বর্মাভেদ্যং মদাত্মকম্।
বিশ্বরূপায় যৎ প্রাদাৎ ত্বষ্টা যৎ ত্বমধাস্ততঃ ॥ ৫৩ ॥

দধ্যঙ্—দধ্যঞ্চ; **আথর্বণঃ**—অথর্বার পুত্র; **ত্বষ্ট্রে**—ত্বষ্টাকে; **বর্ম**—নারায়ণ-কবচ নামক বর্ম; **অভেদ্যম্**—অভেদ্য; **মৎ-আত্মকম্**—আমি সহ; **বিশ্বরূপায়**—বিশ্বরূপকে; **যৎ**—যা; **প্রাদাৎ**—প্রদত্ত; **ত্বষ্টা**—ত্বষ্টা; **যৎ**—যা; **ত্বম্**—তুমি; **অধাঃ**—প্রাপ্ত; **ততঃ**—তার থেকে।

অনুবাদ

দধ্যঞ্চ নারায়ণ-কবচ নামক দুর্ভেদ্য বর্ম ত্বষ্টাকে দিয়েছিলেন, ত্বষ্টা তাঁর পুত্র বিশ্বরূপকে তা দান করেন এবং বিশ্বরূপের কাছ থেকে তোমরা তা প্রাপ্ত হয়েছ। এই নারায়ণ-কবচের বলে দধীচির শরীর অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়েছে। তোমরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সেই দেহটি প্রার্থনা কর।

শ্লোক ৫৪

যুষ্মভ্যং যাচিতোঽশ্বিভ্যাং ধর্মজ্ঞোঽঙ্গানি দাস্যতি ।
ততস্তৈরায়ুধশ্রেষ্ঠো বিশ্বকর্মবিনির্মিতঃ ।
যেন বৃত্রশিরো হর্তা মত্তেজউপবৃংহিতঃ ॥ ৫৪ ॥

যুষ্মভ্যম্—তোমাদের জন্য; **যাচিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **অশ্বিভ্যাম্**—অশ্বিনীকুমারদের দ্বারা; **ধর্ম-জ্ঞঃ**—ধর্মবেত্তা দধীচি; **অঙ্গানি**—তাঁর দেহ; **দাস্যতি**—দান করবেন; **ততঃ**—তারপর; **তৈঃ**—সেই অস্থির দ্বারা; **আয়ুধ**—অস্ত্র; **শ্রেষ্ঠঃ**—সব চাইতে শক্তিশালী (বজ্র); **বিশ্বকর্ম-বিনির্মিতঃ**—বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্মিত; **যেন**—যার দ্বারা; **বৃত্র-শিরঃ**—বৃত্রাসুরের মস্তক; **হর্তা**—ছেদন করা হবে; **মৎ-তেজঃ**—আমার শক্তির দ্বারা; **উপবৃংহিতঃ**—বর্ধিত হয়ে।

অনুবাদ

অশ্বিনীকুমারদ্বয় যখন তোমাদের জন্য তাঁর শরীর প্রার্থনা করবেন, তখন তোমাদের প্রতি স্নেহবশত তিনি অবশ্যই তা দান করবেন। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ করো না। কারণ দধ্যঞ্চ অতিশয় ধর্মজ্ঞ। দধ্যঞ্চ তাঁর শরীর দান করলে তাঁর অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা বজ্র নির্মাণ করবে। সেই বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরকে সংহার করা সম্ভব হবে, কারণ আমার শক্তির দ্বারা বজ্রের তেজ বর্ধিত হবে।

শ্লোক ৫৫

তস্মিন্ বিনিহতে যূয়ং তেজোঽস্ত্রায়ুধসম্পদঃ ।
ভূয়ঃ প্রাপ্স্যথ ভদ্রং বো ন হিংসন্তি চ মৎপরান্ ॥ ৫৫ ॥

তস্মিন্—যখন সে (বৃত্রাসুর); **বিনিহতে**—নিহত হবে; **যূয়ম্**—তোমরা; **তেজঃ**—শক্তি; **অস্ত্র**—অস্ত্র; **আয়ুধ**—আয়ুধ; **সম্পদঃ**—এবং ঐশ্বর্য; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **প্রাপ্স্যথ**—লাভ করবে; **ভদ্রম্**—সর্বমঙ্গল; **বঃ**—তোমাদের; **ন**—না; **হিংসন্তি**—হিংসা করা, **চ**—ও; **মৎ-পরান্**—আমার ভক্তদের।

অনুবাদ

আমার শক্তির প্রভাবে বৃত্রাসুর নিহত হলে, তোমরা তোমাদের তেজ, অস্ত্র, আয়ুধ এবং সম্পদ ফিরে পাবে। এইভাবে তোমাদের সকলের মঙ্গল হবে। বৃত্রাসুর ত্রিভুবন ধ্বংস করতে পারলেও তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সেই জন্য ভয় করো না। সেও আমার ভক্ত, তাই তোমাদের প্রতি সে কখনও হিংসা করবে না।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত কারও প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ নন, সুতরাং অন্য ভক্তদের আর কি কথা। পরে দেখা যাবে যে, বৃত্রাসুরও ছিলেন ভগবানের ভক্ত। তাই তিনি দেবতাদের প্রতি হিংসা করবেন বলে আশা করা যায় না। বস্তুতপক্ষে, তিনি স্বয়ং দেবতাদের হিতসাধন করার চেষ্টা করবেন। ভক্ত মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁর দেহ দান করতে দ্বিধা করেন না। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, *সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি* । সমস্ত জড় সম্পদ, এমন কি দেহটি পর্যন্ত কালের প্রবাহে বিনষ্ট হবে, অতএব এই দেহ এবং অন্যান্য সম্পদ যদি কোন মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়, তা হলে ভগবদ্ভক্তের সেই বিষয়ে কখনও দ্বিধা করা উচিত নয়। ভগবান শ্রীবিষ্ণু যেহেতু দেবতাদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, তাই বৃত্রাসুর ত্রিভুবন গ্রাস করতে সক্ষম হলেও দেবতাদের হস্তে নিহত হওয়াই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। ভক্তের কাছে মরা ও বাঁচার কোন পার্থক্য নেই, কারণ জীবিত অবস্থায় ভক্ত ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন এবং দেহত্যাগের পর তিনি চিৎ-জগতে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। তাঁর ভগবৎ-সেবা কখনই ব্যাহত হয় না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'বৃত্রাসুরের আবির্ভাব' নামক নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।